CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-213 ■ 5 May, 2026 ■ আগরতলা ৫ মে, ২০২৬ ইং ■ ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# বঙ্গে গেরুয়ার সুনামী

## মমতার তরীও ডুবল

**কলকাতা, ৪ মে।।** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে ঐতিহাসিক সাফল্যের মুখ দেখল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রাথমিক প্রবণতা থেকেই এগিয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রাজ্যে প্রথমবার সরকার গঠনের পথে এগিয়ে গেল গেরুয়া শিবির।

২৯৪টি আসনের মধ্যে ভোটগ্রহণ হয় ২৯৩টি কেন্দ্রে। ফলাফলে বিজেপি প্রায় ২০০-র কাছাকাছি আসনে জয় বা এগিয়ে থেকে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) বড় ধাক্কা খেয়েছে এবং চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে।

সবচেয়ে নাটকীয় লড়াই দেখা যায় কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে। এখানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায় ১৫ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, নন্দীগ্রামের পর এবার ভবানীপুরেও মমতার

বিরুদ্ধে জয় পেলেন শুভেন্দু। তিনি নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুই কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছেন।

ভোটগণনার দিন ভবানীপুরে টানটান উত্তেজনা ছিল। কখনও মমতা এগিয়ে, কখনও শুভেন্দুএই ওঠানামার মধ্যেই শেষ পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীই এগিয়ে যান এবং জয় নিশ্চিত করেন।

নির্বাচনের আগে দুই দফায় ভোটগ্রহণ (২৩ ও ২৯ এপ্রিল) ঘিরে একাধিক হিংসার ঘটনা সামনে আসে। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ও মগ্রাহাট পশ্চিমের ১৫টি বুথে পুনর্ভোটও হয় ২ মে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি, ভোটার তালিকা যাচাই প্রক্রিয়া, এবং ভোটের দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়িসব মিলিয়ে ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি বিজেপির সংগঠনিক শক্তি ও ভোটব্যাঙ্ক সংহতকরণও এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্ব এই জয়কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখছে। দলের মুখপাত্ররা জানিয়েছেন, "ডাবল ইঞ্জিন সরকার" গঠনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের পথে এগোনো হবে।

এদিকে, বিজেপি শিবিরে এখন মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। দলের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, একজন বাঙালিকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। সম্ভাব্য মুখ হিসেবে একাধিক নেতার নাম ঘুরছে।

অন্য রাজ্যগুলিতেও বিজেপির সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। অসমে টানা তৃতীয়বার সরকার গঠনের পথে দল। তবে কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট বড় জয় পেয়েছে এবং তামিলনাড়ুতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের এই নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক রায়।

## বাংলার মাটিতে নতুন সূর্যোদয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস) ।।** পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে এবং উন্নয়ন, আস্থা ও ভয়ের অবসানের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছেএই মর্মে 'গ্যারান্টি' দিলেন প্রধানমন্ত্রী।দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিজয় সমাবেশে তিনি বলেন, "বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ বাংলার পবিত্র মাটিতে নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। বহু প্রজন্মের স্বপ্নের নতুন ভোর এসেছে।" তিনি দাবি করেন, বিজেপি কর্মীরা ভয় ও হিংসার রাজনীতি উৎখাত করেছেন।

এই জয় তিনি বাংলার মানুষ এবং নির্যাতিত মহিলাদের পরিবারগুলিকে উৎসর্গ করেন। তাঁর কথায়, "আমি বাংলার সমস্ত মানুষের কাছে আশ্বাস দিচ্ছিকোনও বৈষম্য ছাড়াই বিজেপি দিন-রাত কাজ করবে।"

তিনি জানান, নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ রোধে কড়া ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অভিবাসন কমানোর দিকেও জোর দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে 'মা গঙ্গা'র আশীর্বাদের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বারাণসীতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বঙ্গে ফলাফলের পর

### ভয়মুক্তির সূচনা মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে ।।** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়কে "ভয় ও আতঙ্কের রাজনীতি থেকে মুক্তি" বলে অভিহিত করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সোমবার আগরতলায় বিজেপির বিজয় মিছিলে অংশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিনের ভয়ের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ আনন্দিত। বাংলার মানুষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### আমার কুন্ডলীতে হার নেই বিপ্লব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে ।।** আমার কুন্ডলীতে হার নেই, বাংলায় এসেছি বিজেপির সরকার গড়তেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে ফের একবার জোরালো বার্তা দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন এবং সেই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলে বিজেপি। এই জয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### বিজেপির দারুণ সাফল্য প্রদ্যোৎ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে ।।** পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়। এই প্রেক্ষিতে বিজেপিকে শুভেচ্ছা জানালেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বিজেপির এই জয়কে দারুণ সাফল্য বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিপ্লব কুমার দেব-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। তিনি আরও দাবি করেন, এই ফলাফলে তৃণমূল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পুদুচেরিতে এনডিএর জয় রঙ্গাসামির নেতৃত্বে ফের সরকার

**পুদুচেরি/শিমলা, ৪ মে (আইএএনএস)।।** পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ফের ক্ষমতায় ফিরেছে। জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন. রঙ্গাসামি-র নেতৃত্বাধীন সরকারের সুশাসনকে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে মোদী বলেন, "সুশাসন ও উন্নয়নের ভিত্তিতে পুদুচেরির মানুষ আবারও এনডিএ-কে আশীর্বাদ করেছেন।" তিনি জানান, এই জয় আগামী দিনে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা-ও পুদুচেরির জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রঙ্গাসামির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার উন্নয়নের গতি বজায় রাখবে এবং সুশাসন নিশ্চিত করবে। তিনি বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভি. পি. রামলিঙ্গমসহ দলীয় কর্মীদের অভিনন্দন জানান।

৩০ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৬টি আসন। সেখানে এনডিএ জোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কেরলে ইউডিএফের দুর্দান্ত জয় পদত্যাগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন

**তিরুবনন্তপুরম, ৪ মে (আইএএনএস)।।** কেরল বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) বিপুল জয় পেয়ে এক দশক পর আবার ক্ষমতায় ফিরছে। ১৪০টি আসনের সবকটির ফল প্রকাশিত হয়েছে এবং ইউডিএফ ১০২টি আসনে জয়লাভ করে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

ইউডিএফের ভিতশক্ত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে কংগ্রেস, যারা এককভাবে ৬৩টি আসন জিতেছে। জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল) পেয়েছে ২২টি আসন। পাশাপাশি কেরল কংগ্রেস ও অন্যান্য ছোট শরিক দলগুলিও ভালো ফল করেছে।

অন্যদিকে, শাসক বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) বড় ধাক্কা খেয়েছে। সিপিআইএম ২৬টি আসনে জিতেছে, সিপিআই পেয়েছে ৮টি আসন, আর বিজেপি পেয়েছে ৩টি আসন। নির্দল প্রার্থীরা জিতেছেন ৪টি আসনে।

এই ভরাডুবির পর মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ড্রাবিড় রাজনীতিতে বড় ধাক্কা, তামিলনাড়ুতে নতুন শক্তি হিসাবে উত্থান বিজয়ের দল

**বেঙ্গালুরু/চেন্নাই, ৪ মে (আইএএনএস)।।** সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার দাবি করেছেন, দক্ষিণ ভারতের ভোটাররা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও তামিলনাড়ুসহ একাধিক রাজ্যে বিজেপি প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। তাঁর দাবি, বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।

কেরলের ফলাফল প্রসঙ্গে শিবকুমার বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে। "কেরলের মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন," মন্তব্য তাঁর। তামিলনাড়ুতেও ভোটাররা বিজেপি ও তার মিত্রদের প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে নির্বাচনের ফল মেনে নিয়ে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্টালিন জানান, তাঁর দল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝগম (ডিএমকে) গঠনমূলক বিরোধী দল হিসেবে কাজ করবে। তিনি গণতান্ত্রিক রায়কে সম্মান জানিয়ে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

এই নির্বাচনে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। অভিনেতা-থেকে-রাজনীতিবিদ সি. জোসেফ বিজয়-এর নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে) উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়ে প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, টিভিকে সর্বাধিক আসনে জয়ী। ডিএমকে দ্বিতীয় স্থানে এবং এআইএডিএমকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সবচেয়ে বড় চমক, কোলাথুর কেন্দ্র থেকে স্টালিন নিজেই টিভিকে প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১১৮টি আসন। এক দফায় ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হয় এবং প্রায় ৮৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উপনির্বাচন

## ধর্মনগরে উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ী বিজেপি প্রার্থী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ মে ।।** উত্তর জেলার ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয় পেল বিজেপি। সোমবার সকাল আটটা থেকে পিএমশ্রী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট গণনা শুরু হতেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে যায় বিজেপির একতরফা প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

ভোর থেকেই টানা বৃষ্টির মধ্যেও গণনা কেন্দ্রের বাইরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণনা কেন্দ্রের আশেপাশে ১০০ মিটার এলাকাজুড়ে নজরদারি চালানো হয় এবং তিন স্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়। গণনা প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কর্ণাটকে কংগ্রেসের ডাবল জয় গুজরাত ও নাগাল্যান্ডে বিজেপি

**বেঙ্গালুরু/আনন্দ/কোহিমা, ৪ মে (আইএএনএস) ।।** দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনে মিশ্র ফলাফল সামনে এল। কর্নাটকে দুই আসনেই জয় পেল কংগ্রেস, অন্যদিকে গুজরাত ও নাগাল্যান্ডে নিজেদের দখল বজায় রাখল বিজেপি।

কর্নাটকের বাগলকোট ও দাভানাগেরে সাউথদুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। বাগলকোটে কংগ্রেস প্রার্থী উমেশ মেটি ২২, ৩৩২ ভোটে জয়ী হন। তিনি পান ৯৮,৯১৯ ভোট, যেখানে বিজেপির ভীরন্না চরন্তিমঠ পান ৭৬,৫৮৭ ভোট।

দাভানাগেরে সাউথে কংগ্রেস প্রার্থী সমর্থ মল্লিকার্জুন ৫,৭০৮ ভোটে বিজেপির শ্রীনিবাস টি. দাসাকারিয়াপ্পাকে হারান। এখানে এসডিপিআই প্রার্থী আফসার কোডলিপেটও উল্লেখযোগ্য ভোট পান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এডিসি চেয়ারম্যান ভবরঞ্জন সিইএম রুনেইল, শপথ ৫ও৬ মে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে ।।** ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এ তিপ্রা মথা পার্টির নবনির্বাচিত এমডিসিদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আজ আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করেন টিপ্রা মথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত বিক্রম মানিক্য।

বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে টিটিএএডিসির আগামী মেয়াদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের নাম চূড়ান্ত করা হয়। ভব রঞ্জন রিয়াংকে চেয়ারম্যান, রুনেইল দেববর্মাকে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার (সিইএম) এবং সি. কে. জমাতিয়াকে এক্সিকিউটিভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অসমে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এনডিএ

**গুয়াহাটি, ৪ মে (আইএএনএস)।।** অসম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে ফের বড় সাফল্য পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ভোটগণনা শেষে জোট ১০০-র বেশি আসনে এগিয়ে থেকে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে এবং টানা তৃতীয়বার রাজ্যে সরকার গঠনের পথে রয়েছে।

৩০ সদস্যের জোটের মধ্যে বিজেপি একাই ৮১টি আসনে জয়ী হয়েছে। তাদের শরিক বোডো পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) এবং অসম গণ পরিষদ (এজিপি) ১০টি করে আসনে জয় পেয়েছে। ফলে এনডিএ সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করেছে।

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট বড় ধাক্কা খেয়েছে এবং ২০ আসনের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি বলে জানা গেছে। এই পরাজয়ের দায় নিয়ে অসম নির্বাচনের ইনচার্জ ভাস্কর জিতেন্দ্র সিং পদত্যাগ করেছেন।

এই নির্বাচনে একাধিক হাই-প্রোফাইল লড়াই নজর কেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজের ঐতিহ্যবাহী আসন জালুকবাড়িতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন এবং টানা তৃতীয় জয়ের দিকে এগোচ্ছেন।

কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ জোরহাট থেকে তাঁর প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে লড়াই করছেন। এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল বিনাকান্দি আসনে লড়াইয়ে ছিলেন, আর রাইজোর দল নেতা ও সাংসদ অখিল গগৈ শিবসাগর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য "হিন্দু কংগ্রেস নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া উচিত"। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী" ইস্যু মোকাবিলায় শক্ত অবস্থান দরকার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 05-05-2026, 01:21

জাগরণ
আগরতলা, ৫ মে, ২০২৬ ইং
২১ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## পদ্মঝড়ে লন্ডভন্ড ঘাসফুল

২০২৬ সালের মে মাসের এই উত্তাল রাজনৈতিক আবহে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরার উপনির্বাচনী ফলাফল ভারতের রাজনীতির মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বড় জয়ের পাশাপাশি ত্রিপুরার উপনির্বাচনেও বিজেপির সাফল্য গেরুয়া শিবিরের জনভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করিল।২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলিয়া গেল। সোমবারের গণনা শেষে দেখা যাইতেছে , পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বিজেপি শুধুমাত্র নিজেদের প্রাসঙ্গিকতাই প্রমাণ করেনি, বরং প্রতিপক্ষকে একপ্রকার ধূলিসাৎ করিয়া ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করিয়াছে।বাংলার রাজনীতিতে গত দেড় দশকের তৃণমূলী শাসনের অবসান ঘটাইয়া বিজেপি এক অভাবনীয় উচ্চতায় পৌঁছিয়াছে। প্রাথমিক প্রবণতা এবং ফল অনুযায়ী, বিজেপি ২৯৪ আসনের মধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যাজিক ফিগার অনায়াসেই পার করিয়া গেছে। এই জয়ের নেপথ্যে কয়েকটি মূল কারণ স্পষ্ট। নারী নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা মহিলাদের একটি বড় অংশকে বিজেপির দিকে টানিয়াছে।ডিএ এবং সরকারি পেনশনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরিয়া চলা আন্দোলন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বড় ফ্যাক্টর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।আগের মতোই এই দুই দুর্গে বিজেপি প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এনডিএ জোট ফের ক্ষমতায় ফিরিয়াছে। ১২৬টি আসনের মধ্যে প্রায় ১০০টির কাছাকাছি আসনে জয়ের পথে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই জোট। অনুপ্রবেশ ইস্যু এবং উন্নয়নের ”ডাবল ইঞ্জিন” তত্ত্ব অসমের সাধারণ মানুষকে পুনরায় আশ্বস্ত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বরাক ও ব্রহ্মপুত্রউভয় উপত্যকাতেই বিজেপির স্ট্রাইক রেট বিরোধীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলিয়াছে।ত্রিপুরার বিধানসভা উপনির্বাচন এবং সম্প্রতি হয়ে যাওয়া স্থানীয় নির্বাচনগুলোতেও বিজেপির জয়জয়কার লক্ষ্য করা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার ”ক্লিন ইমেজ” এবং সাংগঠনিক শক্তি ত্রিপুরার পাহাড়ি ও সমতলউভয় প্রান্তেই দলের জয় নিশ্চিত করিয়াছে। তিপ্রা মথার মতো আঞ্চলিক শক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিয়াও বিজেপি তাদের জনভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।২০২৬-এর এই ফলাফল বিরোধীদের জন্য এক সতর্কবার্তা। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া বিজেপি সরকার গড়িতে চলিয়াছে, তাহা জাতীয় রাজনীতিতে মোদী-শাহ জুটির গ্রহণযোগ্যতাকে আরও কয়েক গুণ বাড়াইয়া দিল। উন্নয়নের স্লোগান না কি মেরুকরণের রাজনীতিকোনটি এই জয়ের প্রধান চাবিকাঠি, তাহা নিয়া রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে বিতর্ক থাকিলেও, ব্যালট বক্সের রায় বলিতেছে পূর্বভারতে বর্তমানে ”পদ্ম”ই প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলায় পালাবদল। দীর্ঘ পনেরো বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের অবসান ঘটাইয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়া পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়িতেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই ঐতিহাসিক জয়ের পরেই বাংলার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে দিন-রাত এক করে ‘সোনার বাংলা’ গড়িবার বার্তা দিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। ভোটের বাংলায় গত দেড় মাসে অন্তত দেড় ডজন সভা—মিটিং—রোডশো করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গে হালফিলের যে কোনও নির্বাচনে অন্তত এত বার ছুটিয়া বেড়াননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, এই ছোটাছুটিতেও তাঁহার ক্লান্তি আসেনি। কারণ, বাংলায় এ বার তাঁহার এই ছুটে বেড়ানোটা ছিল ‘তীর্থযাত্রা’র মতো। এখানেই শেষ নয়। যে ফ্যাক্টরকে উপেক্ষা করা যায় না, সেটা হইল পরিবর্তনের হাওয়া। গোটা রাজ্যে পরিবর্তনের চোরাস্রোত তৈরি হইয়াছিল। তথাকথিত ফ্লোটিং ভোটার, তৃণমূলের দাপটে অতিষ্ঠ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা সেই চোরাস্রতে গা ভাসাইয়াছেন।কিন্তু কোন ম্যাজিকে? বাংলায় এই গেরুয়া ঝড়ের কারণ কী?বঙ্গে বিজেপির বিরাট জয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ধর্মীয় মেরুকরণ। শুভেন্দু অধিকারীর লাগাতার হিন্দুত্বের প্রচার, অমিত শাহর অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিশ্রুতি, সর্বোপরি বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে ‘অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা’দের ভয় ধরানো। বিজেপির এই প্রচার কৌশল বাংলায় একপ্রকার অকল্পনীয় কাজটি করিয়া দেখাইয়াছে। বাংলা হিন্দু ভোট এবং মুসলমান ভোটে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বিজেপির জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে অবশ্যই বলিতে হয় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা। রাজ্যে ১৫ বছর ধরিয়া সরকার চালানোর দরুণ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের জায়গা তৈরি হইয়াছিল। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সমস্যা। বড় শিল্পের অভাব, নিয়োগ দুর্নীতি, রাস্তাঘাটের অবনতি এসব শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে গিয়াছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকিবার দরুণ স্থানীয় স্তরের তৃণমূল নেতাদের মধ্যে দাদাগিরির মনোভাব তৈরি হইয়াছিল। বাড়ছিল তোলাবাজি, কাটমানি, সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ। সেসব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরিয়াই ক্ষোভ জমা হইতেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি সেই ক্ষোভকে কাজে লাগাইতে নিজেদের উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।২০২১ সালের প্রচারে যে ভুলগুলি বিজেপি করিয়াছিল, সেগুলির একটিও এবার করেনি। আগের বার প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ, ‘দিদি ও দিদি’ স্লোগান, ভিনরাজ্যের নেতাদের দাপাদাপি, এসব বাঙালি ভালোভাবে নেয়নি। বস্তুত ২০২১ পর্যন্ত বিজেপির সভা সমিতিতে মূলত ভিনরাজ্যের নেতাদেরই দাপাদাপি দেখা যাইত। তাহা ছাড়া দলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল, কামিনিকাঞ্চনের অভিযোগ রীতিমতো জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছিল গেরুয়া শিবিরকে। এবার ভোটের অনেক আগে থেকে খোদ অমিত শাহ সেসব নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রচারে কেন্দ্রীয়ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ না করিয়া তৃণমূলের প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলিয়া আনা বা স্থানীয় স্তরের ইস্যুকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মতো কৌশল বিজেপির কাজে লাগিয়াছে।

২০২১ থেকে ২০২৬- এই পাঁচবছর ধরিয়া গেরুয়া শিবির ধীরে ধীরে বহিরাগত তকমা ঝেড়ে ফেলার মরিয়া চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই শমীক ভট্টাচার্যের মতো বাঙালি ‘ভদ্রলোক’কে রাজ্য সভাপতি করা। জয় শ্রীরামের আগে জয় মা কালী স্লোগান তুলিয়া আনা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে ঝালমুড়ি খাইয়াছেন, গঙ্গায় হাওয়া খাইয়াছেন। বিজেপি প্রার্থীরা মাছ হাতে প্রচারে বেরিয়াছেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারাও রাজ্যে আসিয়া মাঝভাত খাইয়াছেন। উদ্দেশ্য একটাই, বহিরাগত তকমা ঝাড়িয়া বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে নিজেদের বিকল্প হিসাবে তুলিয়া ধরা। সেটা তাহারা সফলভাবে করিতে পারিয়াছে। গেরুয়া শিবির এতদিন তৃণমূলের ভাতার রাজনীতি নিয়া কটাক্ষ করিত। কিন্তু এবারে ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অন্তত বিজেপি তৃণমূলকে ছাপাইয়া গিয়াছিল। সেটারও প্রভাব পড়িয়াছে ভোটব্যাঙ্কে।গেরুয়া শিবিরের এই জয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এস আই আর-এর জেরে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার বাতিল হইল, যেভাবে ভোটের ঠিক আগে আগে তৃণমূলের ভোট মেশিনারি কার্যত বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল, সেগুলি আখেরে সুবিধা দিয়াছে বিজেপিকে। গোটা রাজ্যে পরিবর্তনের চোরাস্রোত তৈরি হইয়াছিল। তথাকথিত ফ্লোটিং ভোটার, তৃণমূলের দাপটে অতিষ্ঠ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা সেই চোরাস্রতে গা ভাসাইয়াছেন। যাহার অবধারিত ফল বঙ্গে গেরুয়া শিবিরের এই জয়।

# কৃষি সম্ভার: ভারতের ডিজিটাল কৃষি বিপ্লব

ডঃ দেবেশ চতুর্বেদী

কৃষি খাত ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে তার অবস্থান ধরে রেখেছে এবং দেশের মোট কর্মশক্তির প্রায় ৪৬ শতাংশ এই খাতের সাথে যুক্ত। গত এক দশকে সরকার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র্যায়ন, চাষাবাদের খরচ কমানো, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, জলবায়ুসহনশীলতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি প্রশমনের মতো বহুমুখী কৌশলের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বা কেন্দ্রীয় খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে নানাবিধ পরিষেবা বা সুবিধাগুলো নির্বিঘ্ন, স্বচ্ছ এবং দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেওয়াতা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, উভয় স্তরেই একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। যেকোনো কৃষক (তিনি জমির মালিক, ইজারাদার বা ভাগচাষীযেই হোন না কেন) কোনো প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা যাচাই করার জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো তাঁর মোট কৃষি জমির মালিকানা এবং ওই জমিতে চাষ করা ফসলের ইতিহাস বা বিবরণ। তবে, সারা দেশে ভূমি প্রশাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা বিদ্যমান থাকায়, এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জমির মালিকানা ও ফসল চাষ সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধারণকারী এবং একটি শক্তিশালী ‘‘সম্মতি-ভিত্তিক প্রক্রিয়া’’র মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ হতে থাকা একটি প্রমিত কৃষক তথ্যভাণ্ডারের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনুধাবন করে, সরকার ২০২৪ সালে ‘‘ডিজিটাল কৃষি মিশন’’ চালু করেছে। এই মিশনের অন্যতম একটি স্তম্ভকৃষি ভান্ডার বর্তমানে এই মিশনের একটি নীরব অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী ও রূপান্তরমূলক ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এটি মূলত তিনটি তথ্যপঞ্জি বা রেজিস্ট্রি নিয়ে গঠিত: খামার, কৃষক এবং চাষকৃত ফসল। ‘‘অ্যাগ্রিস্ট্যাক’’ ভারতের কৃষি যাত্রায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেএমন একটি অধ্যায় যা ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘‘বিকশিত ভারত’’ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টির সাথে নিবিড়ভাবেসামঞ্জস্যপূর্ণ। ‘‘খামার রেজিস্ট্রি’’তে ভৌগোলিকস্থানাঙ্ক-নর্ভর কৃষি জমি বা প্লটগুলোর তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষিত থাকে এবং প্রতিটি প্লটকে একটি অনন্য ‘‘খামার আইডি’’ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে, জমির মালিকানারয়েছে এমন প্রতিটি কৃষককে একটি অনন্য ‘‘খামার আইডি’’ প্রদান করা হয়; এই আইডির সাথে কৃষকের মালিকানাধীন প্রতিটি প্লট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি এবং যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে তাঁর মালিকানার অংশ বা হিস্যা সংক্রান্ত বিবরণ যুক্ত থাকে। এই তথ্যগুলো ‘‘স্বত্বলিপি’’ বা ‘‘রেকর্ড অফ রাইটস’’-এর সাথে গতিশীলভাবে সংযুক্ত থাকে, যাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি, জমি বিক্রি ইত্যাদি কারণে মালিকানায় কোনো পরিবর্তন ঘটলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘‘কৃষক রেজিস্ট্রি’’তে হালনাগাদ হয়ে যায়। তৃতীয় স্তরে প্রতিটি প্লটে চাষ করা ফসলের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত থাকে; এই তথ্যগুলো প্রতিটি ফসল মৌসুমে বীজ বপন সম্পন্ন হওয়ার পর পরিচালিত একটি ডিজিটাল বা প্রযুক্তি-নির্ভর ‘‘ফসল জরিপ’’-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোকে এই মিশনের আওতাভুক্ত করেছে। এই মিশনটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যকার শক্তিশালী সহযোগিতার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে; এক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়টিতেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এগ্রিস্ট্যাক হলো একটি সমন্বিতডেটাবেস, যার মালিকানা রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর হাতে থাকলেও পরিষেবা প্রদান এবং ডেটা বিশ্লেষণের জন্য এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহজলভ্য। এর লক্ষ্য হলো প্রত্যেক কৃষকের জন্য একটি যাচাইকৃত ডিজিটাল পরিচয় তৈরি করা, সেটিকেসুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত জমির খণ্ডের সাথে সংযুক্ত করা এবং প্রতিটি মৌসুমে কী কী ফসল চাষ করা হয়েছে তা নথিভুক্ত করা। এই স্ট্যাকটি কৃষকদের বারবার তাদের পরিচয়, জমির মালিকানা বা ফসলের বিবরণ প্রমাণ করার প্রয়োজন ছাড়াই বিভিন্ন প্রকল্প ও ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে নিয়ম-ভিত্তিক, স্বয়ংক্রিয় পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম করে। কৃষক-সম্পর্কিত তথ্যে প্রবেশাধিকার একটি শক্তিশালী সম্মতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা গোপনীয়তা এবং ডেটা সুরক্ষা-সম্পর্কিত আইনের বিধানগুলির কঠোর প্রতিপালন নিশ্চিত করে।

**কাগজের নথিপত্র থেকে ডিজিটাল ভিত্তি**— কয়েক দশক ধরে, কৃষি প্রশাসন মূলত কাগজ-ভিত্তিক নথি এবং হাতে করা জরিপের উপর নির্ভরশীল ছিল, যা প্রায়শই নাগরিকদের হয়রানি এবং এমনকি দুর্নীতির কারণ হয়ে দাঁড়াত। অ্যাগ্রিস্ট্যাক এই ঐতিহ্য থেকে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। কৃষকদের পরিচয়ডিজিটাইজ করে এবং সেগুলোকে জমি ও ফসলের তথ্যের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, এটি ভারতীয় কৃষির একটি নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ চিত্র তৈরি করে।

এই যাত্রার একটি প্রধান মাইলফলক হলো আজ পর্যন্ত ৯ কোটিরও বেশি কৃষক আইডি তৈরি করা। এই ডিজিটাল পরিচয়গুলো তথ্যের একক উৎস হিসেবে কাজ করে, যা কৃষকদের বারবার যাচাই-বাছাই ছাড়াই একাধিক পরিষেবা পেতে সক্ষম করে এবং লেনদেনের খরচ কমিয়ে দেয়। সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য, এগুলো সুবিধাভোগীশনাক্তকরণের ত্রুটি কমায় এবং সুবিধাগুলো উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তবে, একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অ্যাগ্রিস্ট্যাকের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য ক্ষমতায়ন করা, এটি জমির রেকর্ড বা জমির মালিকানার সনদের বিকল্প নয়, যদিও স্বত্বাধিকার রেকর্ডের (রেকর্ড অফ রাইটস) সাথে এর গতিশীল সংযোগ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে। ডিজিটাল শস্য সমীক্ষা: রিয়েল-টাইম শস্য অন্তর্দৃষ্টি ২০২৫-১৬ সালে, ২৪টি রাজ্য মোবাইল ডিভাইস, জিওট্যাগিং এবং স্যাটেলাইট সহায়তা ব্যবহার করে ৬০০টিরও বেশি জেলা জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি প্লটে ডিজিটাল শস্য সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। এটি প্রচলিত সমীক্ষা পদ্ধতি থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যা প্রায়শইধীরগতির ছিল এবং এতে অসঙ্গতি/ত্রুটির প্রবণতা ছিল। এই তথ্য ফলন অনুমান, সংগ্রহ পরিকল্পনা এবং বাজার পূর্বাভাস উন্নত করে। এটি খরা, বন্যা বা কীটপতঙ্গের কারণে শস্যের ক্ষতি আগেভাগে শনাক্ত করার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতিকেও শক্তিশালী করে। কৃষকদের জন্য, উন্নত তথ্য সময়োপযোগী এবং শস্য-নির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করে এবং কোনো সমস্যা হলে দ্রুত সহায়তা নিশ্চিত করে।

**সহযোগিতা এবং অন্তর্ভুক্তির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত একটি বাস্তুতন্ত্র**--- দেশজুড়ে ভূমি প্রশাসনের বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে, এই কাঠামোতে একটি অন্তর্নির্মিত নমনীয়তা রয়েছে যা স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এটিকে সাজিয়ে নিতে পারে। একই সাথে, এটি আন্তঃ কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ মান বজায় রাখে, যা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সিস্টেমের মধ্যে নির্বিঘ্নে তথ্য বিনিময় সক্ষম করে। উদাহরণস্বরূপ, এমন রাজ্যও রয়েছে যেখানে কয়েক দশক ধরে জমির রেকর্ড আপডেট করা হয়নি এবং পূর্বপুরুষদের নাম এখনও রয়ে গেছে। ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো হলেও, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, মৃত মালিকদের নামে নথিভুক্ত জমিতে চাষাবাদকারী উত্তরাধিকারী কৃষকরা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক যাচাইয়ের পর তাদের কৃষক আইডি তৈরি করিয়ে নিতে পারবেন, যা তাদের সুবিধাদিরধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে। যেসব ক্ষেত্রে রাজ্যের আইন অনুমতি দেয় এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহ সম্মত হয়, সেখানে মালিকের অনুমোদনের সুদৃঢ় ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাগচাষি ও বর্গাচাষিদেরও নির্দিষ্ট প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতেযেখানে জমির ওপর গোষ্ঠীগতমালিকানার প্রাধান্য রয়েছেসেখানে ভূ-স্থানাঙ্ক-ভিত্তিক সনদায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতিতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়েই এই অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব হয়। এটি কৃষকদের কীভাবে উপকৃত করবে? কৃষকদের জন্য, এই সাধারণ ডিজিটাল স্তরটির অর্থ হলো কম ফর্ম পূরণ, স্থানীয় অফিসে কম যাওয়া এবং সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা প্রাপ্তিতে অধিকতর স্বচ্ছতা। জমির মালিকানা এবং ফসল চাষের ইতিহাসের গতিশীলভা বেহাল নাগাদকৃতবিবরণসহ নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল রেকর্ড ব্যাংক ও বীমা সংস্থাগুলোকে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য ডিজাইন করতে সক্ষম করে। এগ্রিস্ট্যাক কৃষক সমবায়গুলোকে শক্তিশালী করার সম্ভাবনা রাখে। যাচাইকৃত ডেটা কৃষক উৎপাদনকারী সংগঠনগুলোকে (এফপিও) উৎপাদিত পণ্য একত্রিত করতে, ভালো দামের জন্য দর কষাকষি করতে এবং আরও সহজে কার্যকরী মূলধন পেতে সাহায্য করতে পারে। রোপণ করা ফসল এবং মাটির স্বাস্থ্যের সাথে সমন্বিত জমির ডেটা কৃষি সম্প্রসারণে একটি রূপান্তর আনার সম্ভাবনা রাখে, কারণ এখন প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ তৈরি ও বিতরণ করা সম্ভব। খুব কম খরচে। কৃষকরা স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম বীজ বপনের সময়, সেচের সময়সূচী, পুষ্টি প্রয়োগ এবং কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ব্যক্তিগতকৃতনির্দেশনা পেতে পারেন।

**নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়া কীভাবে প্রভাবিত হবে?** কৃষি সম্ভার শাসন প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনার এবং প্রমাণ-ভিত্তিক ও তথ্য-চালিত নীতি প্রণয়নকে উৎসাহিত করার সুযোগ করে দেয়। নীতি নির্ধারকরা শস্যের ধরণ পর্যবেক্ষণ করতে, সরবরাহ-চাহিদার ঘাটতি অনুমান করতে এবং মূল্যের অস্থিরতা রোধে সময়মতো হস্তক্ষেপ করার জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য পেয়ে থাকেন। একবার কোনো কৃষকের পরিচয়, জমির পরিমাণ এবং বপন করা ফসল ডিজিটালভাবে যাচাই করা হয়ে গেলে, নগদ বা দ্রব্যসামগ্রীতে ভর্তুকি বিতরণ, শস্য বীমা, সংগ্রহ বা ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কিত লেনদেন ডিজিটালভাবে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়। আধার-সক্ষম পেমেন্টগেটওয়েগুলো উদ্দিষ্ট সুবিধাভোগীর কাছে সুবিধা হস্তান্তর নিশ্চিত করে। এই সংস্কারকৃত ব্যবস্থা সরকারি ব্যয়ের একটি সুস্পষ্ট ডিজিটাল রেকর্ড তৈরি করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের মন্ত্রণালয়গুলো এবং কিছু ক্ষেত্রে, এমনকি একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদের নিজস্ব কৃষক ডেটাবেস তৈরি করেছে। এগ্রিস্ট্যাক একটি সাধারণ কিন্তু সার্বজনীন ডিজিটাল স্তর তৈরি করে এই ধরনের স্ব-সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা ভেঙে দেয়, যা কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, সমবায়, রাজস্ব, খাদ্য, সার, ঋণ এবং বীমা ব্যবস্থাকে একই যাচাইকৃত ডেটা ব্যবহার করে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এটি কেবল পরিচালনগত দক্ষতাই বাড়ায় না, বরং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য কৃষকদের একাধিক পোর্টালে নিবন্ধন করার বোঝাও কমায়। বেশ কয়েকটি রাজ্য সফলভাবে কৃষি সম্ভার-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বাস্তবায়ন করেছে। ছত্তিশগড় গত খরিফ মৌসুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ধান সংগ্রহের জন্য কৃষকদের নির্বিঘ্নে নিবন্ধন করতে কৃষি সম্ভার ব্যবহার করেছে। মধ্যপ্রদেশপিএমএএসএইচএ-এর অধীনে সয়াবিনচাষিদের মূল্য ঘাটতি ভিত্তিক সহায়তার জন্য এই ডেটাবেসটি ব্যবহার করেছে। মহারাষ্ট্র দুর্যোগ ত্রাণসহ তার সমস্ত ডিবিটি ভিত্তিক সুবিধার জন্য কৃষি সম্ভার ব্যবহার করছে।

**উদ্ভাবনে গতিসঞ্চার**--- কৃষি সম্ভার-এর উন্মুক্ত ও প্রমিত স্থাপত্য উদ্ভাবনের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ বা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলেবিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এই ‘স্ট্যাক’ বা কাঠামোর ক্রমবিকাশের সাথে সাথে, স্টার্টআপগুলোর জন্য এমন সব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে, যা ফসলের তথ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বাজারের দরকে একত্রিত করে ব্যবহারকারী-বান্ধব হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক জনবক্তৃতায় কৃষি ভান্ডার-কে ‘ভারত থেকে আগত পরবর্তী বিশাল উদ্ভাবন’ এবং ‘ইউপিআই-এর মতো আরেকটি বিপ্লব’ হিসেবে তুলে ধরেছেন। ভারত যখন আত্মনির্ভরশীলতার পথে এবং বিশ্বের ”খাদ্য ভাণ্ডার” হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন কৃষি সম্ভার হলো একটি দূরদর্শী সংস্কারযেখানে তথ্য কৃষকদের ক্ষমতায়ন করে, প্রযুক্তি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অগ্রগতির ধারাকে ত্বরান্বিত করে।

**লেখক ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব**

# বই নিয়ে ১২টি তথ্য

শিউলী সুলতানা

বই পড়ার অভিজ্ঞতা একেকজনের কাছে একেক রকম। আপনি যখন কোনো গল্পের বই পড়েন, তখন হয়তো চোখের সামনে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে; যেন মনের পর্দায় কোনো মুভি চলছে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এমনটা মোটেও হয় না। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হোয়াট উই সি হোয়েন উই রিড বইয়ে লেখক পিটার মেন্ডেলসুন্ড দেখিয়েছেন, যারা বই পড়ার সময় কল্পনা করতে পারে, তাদের পদ্ধতিও একে অপরের চেয়ে একদম আলাদা। কেউ হয়তো সচেতনভাবে চরিত্র ও দৃশ্যগুলো নিজের মতো করে কল্পনা করে নেয়, আবার কারও কারও চোখের সামনে নিজে থেকেই যেন একটা নাটক চলতে থাকে। গল্প পড়ার আসলে হাজারটা উপায় আছে, তবে আমরা সাধারণত নিজের উপায়টাকেই সেরা বলে ধরে নিই! যেমন আমরা অনেকেই পড়েছি, জোহানেস গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করেছেন। অথচ সত্যিটা হলো, গুটেনবার্গ ইউরোপে প্রথম হলেও বিশ্বের প্রথম ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিলেন চীনের নাগরিক বি শেং। আবার অনেকেই বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি পুড়ে যাওয়ার পর প্রাচীন বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। এটি আসলে একটি বিশাল অতিরঞ্জন; জ্ঞান কখনোই এক জায়গায় আটকে ছিল না। ইতিহাসের সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে দামি বা সবচেয়ে জনপ্রিয় বই কোনটিএর কোনো একটি নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। সংস্কৃতি ও যুগের সঙ্গে এই উত্তরগুলো বদলে যায়। তবু চলুন, বই ও বই পড়া নিয়ে এমন কিছু চমৎকার তথ্য জেনে নিই, যেগুলো হয়তো আপনার অনেক ধারণাই বদলে দেবে!

১. সর্বকালের সবচেয়ে বেশি বিক্রীত বই ও উপন্যাস— গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত বই বাইবেল। ধারণা করা হয়, এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ কোটি কপি বাইবেল বিক্রি হয়েছে। তবে মঠ বা গির্জায় ব্যবহারের জন্য এমন অনেক সংস্করণ ছাপা হয়েছিল, যেগুলো বিক্রির জন্য ছিল না। তাই এর আসল সংখ্যা বের করা কঠিন। আর যদি উপন্যাসের কথা বলেন, তবে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত উপন্যাস স্প্যানিশ লেখক মিগেল দে সার্ভান্তেসের ডন কিহোতে। ১৬০৫ এবং ১৬১৫ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই উপন্যাসের গল্পটি এমন এক মানুষকে নিয়ে, যে অতিরিক্ত বীরগাথা পড়ে নিজেই নিজেকে নাইট বা যোদ্ধা ভাবতে শুরু করে! এর প্রায় ৫০ কোটি কপি বিক্রি হয়েছে।

২. বিশ্বের প্রথম উপন্যাস--- উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি, সে হিসেবে জাপানের রাজদরবারের সদস্য মুরাসাকি শিকিবুর লেখা দ্য টেল অব গেনজিকে (জাপানি ভাষায় গেনজি মোনোগাতারি) অনেকেই বিশ্বের প্রথম উপন্যাস মনে করেন। ১০২১ খ্রিষ্টাব্দের আগে লেখা এই বিশাল বইটিতে তৎকালীন জাপানি রাজপরিবারের জীবনযাপন ফুটে উঠেছে। তবে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রথম শতাব্দীর প্রাচীন গ্রিসে লেখা ক্যালির্হো নামে একটি রোমান্টিক অভিযানমূলক গল্প রয়েছে। এটি অনেক বড় ও কাল্পনিক গদ্য হওয়ায়, এই গল্পটিও প্রথম উপন্যাসের দাবিদার হতে পারে।

৩. ইতিহাসের প্রথম পরিচিত লেখক— লেখকেরা যে নিজের লেখার নিচে নাম স্বাক্ষর করবেন, প্রাচীনকালে এই চলই ছিল না! ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) এক রাজকন্যা ও প্রধান পুরোহিত তাঁর লেখা মন্দিরের স্তবগানে নিজের স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল এনহেদুয়ান্না। তিনি ছিলেন চন্দ্রদেবতা নান্নার মন্দিরের প্রধান। তিনিই ইতিহাসের প্রাচীনতম লেখক, যাঁর নাম ও কাজ আজ পর্যন্ত টিকে আছে। এর আগের সব লেখাই ছিল বেনামি!

৪. ছাপাখানার আসল আবিষ্কারক— ইউরোপে ১৪৪০ সালে জার্মান উদ্ভাবক জোহানেস গুটেনবার্গ চলনশীল প্রিন্টিং প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রেসে ছাপা প্রথম বড় কাজ ছিল গুটেনবার্গ বাইবেল, যার মাত্র ৪৯টি কপি আজ পৃথিবীতে টিকে আছে। তবে গুটেনবার্গের অন্তত ৪০০ বছর আগে, ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চীনের বি শেং পোড়ামাটি ও চীনামাটির সাহায্যে বিশ্বের প্রথম চলনশীল ছাপাখানা তৈরি করেছিলেন। গুটেনবার্গের সুবিধা ছিল, তিনি ধাতব অক্ষর ব্যবহার করেছিলেন, যা অনেক বেশি টেকসই ছিল।

৫. বই কেন আয়তাকার হয়--- বইয়ের এই বিশেষ আকারটি মানুষের সুবিধার জন্যই তৈরি। এই অনুপাতের কারণে দুই হাতে বই ধরে রাখা এবং এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চোখ বুলিয়ে পড়া খুব সহজ হয়। বই যদি খুব বেশি চওড়া হতো, তবে পড়তে গেলে চোখের ওপর চাপ পড়ত। আবার অতিরিক্ত ভারী বা বড় হলে এর বাঁধাই ছিঁড়ে যেত দ্রুত। তবে ব্যতিক্রমও আছে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত শিশুদের জন্য তৈরি প্যাট দ্য বানি বইটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই বইয়ের পাতায় নরম কাপড় ও তুলো ব্যবহার করে অন্য রকম অনুভূতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

৬. বিশ্বের সবচেয়ে দামি বই--- বইয়ের দাম আর কতই বা হতে পারে? ২০১৭ সালের এক নিলামে বুক অব মরমন-এর একটি হাতে লেখা কপি রেকর্ড ৩৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছিল! তবে দামি বইয়ের তালিকায় আরেকটি বিখ্যাত নাম লিওনার্দো দা ভিঞ্চির হাতে লেখা নোটবুক কোডেক্স লিসেস্টার। ১৯৯৪ সালে বিল গেটস এটি কিনেছিলেন প্রায় ৩০.৮ মিলিয়ন ডলারে!

৭. একটি ভুল শব্দের জন্য বিশাল জরিমানা--- বইয়ে টাইপো বা ছাপাখানার ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ১৬৩১ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট বার্কার নামে এক মুদ্রাকর বিশাল এক বিপদে পড়েছিলেন। তিনি বাইবেলের একটি সংস্করণ ছাপতে গিয়ে (তুমি ব্যভিচার করিবে না)-এর জায়গায় ভুল করে ‘not’ শব্দটি বাদ দিয়ে ছাপিয়েছিলেন! এই সংস্করণটির নাম হয়ে যায় উইকড বাইবেল বা পাপী বাইবেল। এই ভুলের জন্য তাঁকে বিশাল জরিমানা দিতে হয়েছিল। বাতিল করা হয়েছিল তাঁর লাইসেন্স। আরেকবার এক মুদ্রাকর (আর পাপ কোরো না)-এর জায়গায় (আরও পাপ করো) ছেপে বিপদে পড়েছিলেন!

৮. নীরবে বই পড়া--- আমরা এখন লাইব্রেরিতে বা ঘরে বসে মনে মনে বই পড়ি। কিন্তু আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েলের আ হিস্ট্রি অব রিডিং বই অনুযায়ী, ১৫০০ শতকের আগে সবাই জোরে জোরে শব্দ করে বই পড়ত। কারণ, তখন লেখাগুলোর মধ্যে কোনো ফাঁক বা স্পেস থাকত না। তাই শব্দ করে না পড়লে বাক্যের অর্থ বোঝাই যেত না। চতুর্থ শতাব্দীতে সেন্ট অগাস্টিন যখন দেখেছিলেন, বিশপ অ্যামব্রোজ শব্দ না করে নীরবে বই পড়ছেন, তখন তিনি রীতিমতো চমকে গিয়েছিলেন!

৯. নতুন লিখনপদ্ধতি ও লিপির উদ্ভাবক--- ১৮০০-এর দশকের শুরুতে সিকুয়াহ নামে এক অশিক্ষিত চেরোকি যোদ্ধা কেবল শব্দ শুনে শুনে চেরোকি ভাষার জন্য ৮৬টি অক্ষরের একটি সম্পূর্ণ নতুন লিখনপদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসের খুব কম মানুষই কোনো ভাষার অক্ষর না জেনে একদম শূন্য থেকে নতুন লিপি তৈরি করতে পেরেছেন। অন্যদিকে, ফরাসি নাগরিক লুই ব্রেইল কৈশোরে সামরিক বাহিনীর রাতের অন্ধকারে পড়ার কোড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন দৃষ্টিহীনদের পড়ার মাধ্যম ‘ব্রেইল পদ্ধতি’।

১০. সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত বই--- বাইবেলের পর বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হওয়া বইয়ের একটি ফরাসি লেখক অঁতোয়ান দ্য সাঁত-একজ্যুপেরির দ্য লিটল প্রিন্স। এটি বিশ্বের ৫০০টিরও বেশি ভাষা ও উপভাষায় অনূদিত হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশিবার চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে যেসব বই থেকে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ভিক্টর হুগোর লে মিজারেবলস, চার্লস ডিকেন্সের আ ক্রিসমাস ক্যারল এবং ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা। শুধু চার্লস ডিকেন্সের আ ক্রিসমাস ক্যারল নিয়েই এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি মুভি বা অ্যানিমেশন তৈরি হয়েছে! ফরাসি নাগরিক লুই ব্রেইল কৈশোরে সামরিক বাহিনীর রাতের অন্ধকারে পড়ার কোড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন দৃষ্টিহীনদের পড়ার মাধ্যম ব্রেইল পদ্ধতি।

১১. বাংলা ভাষার প্রথম বই--- বাংলা ভাষার প্রথম ছাপানো বইয়ের ইতিহাসটা বেশ চমকপ্রদ। সাধারণত মনে হতে পারে, এটি হয়তো আমাদের দেশ থেকেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বাংলা ভাষার প্রথম বইটি ছাপা হয়েছিল সুদূর ইউরোপের দেশ পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে! ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ পাদ্রি ম্যানুয়েল দা আসসুম্পসাঁও কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ বইটি লিখেছিলেনছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ পাদ্রি ম্যানুয়েল দা আসসুম্পসাঁও বইটি লিখেছিলেন। বইটির নাম ছিল কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ । একই সঙ্গে তাঁর লেখা একটি বাংলা-পর্তুগিজ শব্দকোষও ছাপা হয়েছিল।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বইটির ভাষা বাংলা হলেও এর অক্ষর বা হরফগুলো কিন্তু বাংলা ছিল না। কারণ, তখনো বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরিই হয়নি। তাই পুরো বইটি ছাপা হয়েছিল রোমান বা ইংরেজি হরফে! এর ঠিক ৩৫ বছর পর, ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের লেখা আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ বইটিতে প্রথমবারের মতো বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়।

১২. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস--- বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস কোনটি, এ নিয়ে মজার একটা তর্ক আছে! আপনি যদি ইতিহাসের পাতা ঘাঁটেন, তবে দেখবেন ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম আলালের ঘরের দুলাল।

উপন্যাসের সব শর্ত মেনে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয় উইকিপিডিয়া এটিকেই বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। এই বইটিতে তিনি সেকালের কলকাতার এক ধনী পরিবারের বখে যাওয়া ছেলের গল্প বেশ চলিত ভাষা লিখেছিলেন। তবে অনেক সাহিত্যিকের মতে, উপন্যাসের গঠন বা যে ধরনের নিয়মকানুন থাকা দরকার, তার কিছুটা অভাব ছিল এই বইয়ে। তাই উপন্যাসের সব শর্ত মেনে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক বা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয় দুর্গেশনন্দিনীকে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ সালে এই দুর্দান্ত ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাসটি লিখেছিলেন। অর্থাৎ, প্রথম উপন্যাসের দাবিদার আলালের ঘরের দুলাল হলেও, প্রথম নিখুঁত উপন্যাসের মুকুট কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর মাথাতেই!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# বুলেট ট্রেন প্রকল্পে বড় অগ্রগতি: আহমেদাবাদ-ভদোদরা লাইনের উপর ২২ দিনে ৫টি ভারী পোর্টাল বিম স্থাপন

আহমেদাবাদ, ৪ মে (আইএএনএস): মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আহমেদাবাদের মানিনগর এলাকায় আহমেদাবাদ-ভদোদরা রেললাইনের উপর মাত্র ২২ দিনের মধ্যে পাঁচটি ভারী পোর্টাল বিম স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৮, ১৩, ১৯, ২৪ এবং ২৯ এপ্রিল ধারাবাহিকভাবে এই প্রিকাস্ট-প্রেস্ট্রেসড বিমগুলি বসানো হয়। প্রতিটি বিম স্থাপনে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে, যা আগে প্রয়োজনীয় ৯ ঘণ্টার তুলনায় অনেক কম।

প্রথম বিমটি, যা প্রায় ১,৩৬০ মেট্রিক টন ওজনের, ৮ এপ্রিল স্থাপন করা হয়। এটি কার্যত চলমান রেললাইনের উপর অন্যতম ভারী উত্তোলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাকি বিমগুলির ওজন ছিল ১,১৭০ থেকে ১,৩৬০ মেট্রিক টনের মধ্যে।

এই মানিনগর অংশে বুলেট ট্রেনের এলিভেটেড করিডর বিদ্যমান রেললাইনের উপর দিয়ে তির্যকভাবে অতিক্রম করছে, যেখানে কাজের জায়গা সীমিত ছিল। দুটি পিয়ারের মধ্যে দূরত্ব ৩০ থেকে ৩৪ মিটার হওয়ায় শক্তিশালী পোর্টাল বিম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি বিমের দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার এবং প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৫.৫ মিটার ও ৪.৫ মিটার। এগুলি একত্রে তৈরি করে পরে স্থাপন করা হয়েছে।

এই পোর্টাল বিমগুলি আহমেদাবাদ-ভদোদরা আপ, ডাউন এবং তৃতীয় রেললাইনকে অতিক্রম করে বসানো হয়েছে, যাতে নীচে ট্রেন চলাচল নির্বিঘ্ন থাকে।

এই কাজের জন্য প্রথমবারের মতো ভারতীয় রেললাইনের উপর ২,২০০ মেট্রিক টনের ক্রলার ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। সীমিত জায়গা, বিদ্যুতায়িত লাইন এবং চলমান ট্রেনের মাঝেও উচ্চ নির্ভুলতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, ব্যস্ত রেলপথে পরিষেবা বজায় রেখেই এত বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পন্ন করা পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

# ভারত-জাপান বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করতে বৈঠক পীযূষ গোয়ালের, একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর (আইএএনএস)

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে জাপানের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন জাপানের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ও লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) পলিসি রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তাকাইউকি কোবায়শি।

বৈঠকের পর গোয়াল জানান, ভারত-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা, এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প) অংশীদারিত্ব বাড়ানো এবং অটোমোবাইল, পরিকাঠামো, ফার্মাসিউটিক্যালস ও অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের রপ্তানি বাড়ানো এবং বাজারে প্রবেশাধিকারের উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সিইপিএ (সিইপিএ) চুক্তির আওতায় ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলার পুনর্বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে ভারত এখন জাপানি সংস্থাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে চীন থেকে উৎপাদন সরানোর প্রবণতার মধ্যে ভারতকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২০২৫ সালে টোকিও সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে গৃহীত 'ইন্ডিয়া-জাপান জয়েন্ট ভিশন ফর দ্য নেক্সট ডিকেড'-এর ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নতুন ক্ষেত্র হিসেবে সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স খাতে সহযোগিতার বড় সম্ভাবনা রয়েছে। জাপানের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল বাজার এই ক্ষেত্রে যৌথ উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বড় অভ্যন্তরীণ বাজার, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি জাপানি সংস্থাগুলিকে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে পারে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।

# গুজরাত উপনির্বাচন: উমরেঠে বিজেপির বড় জয় ৩০ হাজারের বেশি ভোটে জিতলেন হর্ষদ পারমার

আনন্দ, ৪ মে: গুজরাতের উমরেঠ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বড় জয় পেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলের প্রার্থী হর্ষদ পারমার কংগ্রেসের ভৃগুরাজসিং চৌহানকে ৩০,৭৪৩ ভোটে পরাজিত করেছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

২৩ দফা গণনা শেষে হর্ষদ পারমার মোট ৮৫,৫০০ ভোট পান, যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী চৌহান পান ৫৪,৭৫৭ ভোট। শুরু থেকেই গণনায় এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী এবং শেষ পর্যন্ত সেই লিড ধরে রাখেন।

উল্লেখ্য, মার্চ মাসে বর্তমান বিজেপি বিধায়ক গোবিন্দ পারমারের মৃত্যুর পর এই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত বিধায়কের পুত্র হর্ষদ পারমার এই প্রথম বড় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রচারে তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সমর্থন পান।

অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী ভৃগুরাজসিং চৌহান একজন অভিজ্ঞ নেতা। তিনি উমরেঠ তালুকা পঞ্চায়েতের তিনবারের সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে গুজরাত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় জোনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন।

২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণে ৫৯ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পড়ে। ৩০০-রও বেশি বুথে ভোটগ্রহণ হয় এবং মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে লড়াই মূলত বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকা নিয়ে গঠিত উমরেঠ আসনে ঐতিহ্যগতভাবে এই দুই দলের মধ্যেই সরাসরি লড়াই হয়ে থাকে।

এই জয়ের ফলে বিজেপি তাদের দখল বজায় রাখল।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডসহ একাধিক রাজ্যের উপনির্বাচনের ফলও একই দিনে ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের ফলও এদিন প্রকাশিত হয়েছে। এই নির্বাচনগুলিকে জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

# নাগাল্যান্ড উপনির্বাচন: কোরিডাং আসনে বিজেপির দখল বজায়, জয়ী দাওচিয়ের আই. ইমচেন

কোহিমা, ৪ মে: নাগাল্যান্ডের কোরিডাং বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয় ধরে রাখল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শাসক পিপলস ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (পিডিএ)-এর অংশ বিজেপির প্রার্থী দাওচিয়ের আই. ইমচেন নির্দল প্রার্থী মেজর তোশিকাবা (অব.)-কে ৩,১২৩ ভোটে পরাজিত করেছেন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ইমচেন পেয়েছেন ৭,৩১৭ ভোট, যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৪,১৯৪ ভোট। ৩৫ বছর বয়সি ইমচেন এই প্রথম নাগাল্যান্ড বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিএ জোটের প্রধান নেফিউ রিও জয়ের জন্য ইমচেনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ফলাফল পিডিএ-র উন্নয়নমুখী নীতির উপর মানুষের আস্থা প্রতিফলিত করে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত বিজেপি বিধায়ক ইমকং এল. ইমচেনের মৃত্যুর পর এই উপনির্বাচনের আয়োজন করা হয়। তিনি ২০২৫ সালের ১১ নভেম্বর গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে অসুস্থতার কারণে প্রয়াত হন।এই আসনে মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কংগ্রেস প্রার্থী টি. চালুকুম্বা আও মাত্র ১৪৪ ভোট পান। ভোটগণনা মোকোকচুং জেলার ডেপুটি কমিশনারের দফতরে তিন দফায় সম্পন্ন হয়।৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণে ৮২.২১ শতাংশ ভোট পড়ে। ভোটের আগে কিছু সহিংসতার ঘটনা ঘটায় গণনার সময় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

# চীনকে ছাপিয়ে ভারতে বাড়ছে বৈশ্বিক বিনিয়োগের প্রবাহ: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): বৈশ্বিক শেয়ারবাজার মার্চ মাসের পতনের পর এপ্রিল মাসে ঘুরে দাঁড়ালেও, বিদেশি মূলধন আকর্ষণে চীনকে ছাপিয়ে এগিয়ে গেছে ভারতএমনটাই জানাল এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট।

কোয়ান্ট মিউচুয়াল ফান্ড-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কমে আসা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির ফলে এপ্রিল মাসে বৈশ্বিক বাজারে পুনরুদ্ধার দেখা গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের নামমাত্র জিডিপি বৃদ্ধির হার এখনও চীনের তুলনায় বেশি, যা দেশটিকে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তুলছে।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে স্মল-ক্যাপ শেয়ারে সাম্প্রতিক সংশোধন প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছে এবং কর্পোরেট আয়ের উন্নতি ভবিষ্যতে বাজারকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

ভারতের স্থিতিশীল আর্থিক ও মুদ্রানীতি পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত তারল্য পরিস্থিতি ঋণ সম্প্রসারণে সহায়ক হবে এবং আর্থিক পরিষেবা খাতের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিকে বিনিয়োগের জন্য অনুকূল সময় হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় মূলধনী (লার্জ-ক্যাপ) শেয়ারে বেশি জোর দিয়ে, পাশাপাশি বেছে নেওয়া মিড-ক্যাপ ও স্মল-ক্যাপ শেয়ারে সীমিত বিনিয়োগ রাখা উচিত।

খাতভিত্তিক দৃষ্টিতে শক্তি, পরিকাঠামো, আর্থিক পরিষেবা, টেলিকম, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ডেটা সেন্টার খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কাঁচামালের দাম ও সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে। মার্কিন শেয়ারবাজার এপ্রিল মাসে প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের নিফটি ৫০ সূচক বেড়েছে ৬.৭ শতাংশ, যা অধিকাংশ বড় বাজারকে ছাপিয়ে গেছে। তুলনায় চীনের সাংহাই সূচক বেড়েছে ৫.৬ শতাংশ এবং জাপানের নিক্কেই ২২৫ বেড়েছে ১১.৬ শতাংশ।

৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি (পরবর্তীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়) বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করেছে, যদিও ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন নৌ অবরোধ বহাল ছিল।

পণ্যের বাজারে এপ্রিল মাসে সোনা ও রুপোর দাম প্রায় ৪ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে, অন্যদিকে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রায় ৮ শতাংশ বেড়েছে।ফেব্রুয়ারি ২৭ থেকে এপ্রিল ৩০-এর মধ্যে নিফটি সূচক ১,১৮১ পয়েন্ট বা ৪.৭ শতাংশ কমে ২৫,১৭৮.৬৫ থেকে ২৩,৯৯৭.৫৫-এ নেমে আসে।

তবে শুধুমাত্র এপ্রিল মাসেই সূচকটি প্রায় ১,৩১৮ পয়েন্ট বা প্রায় ৬ শতাংশ বেড়ে ২২,৬৭৯.৪০ থেকে ২৩,৯৯৭.৫৫-এ পৌঁছেছে।

# বিহারের জয়ই বাংলার জয়ের পথ তৈরি করেছে' বিজেপি এগোতেই ফের ভাইরাল মোদির পুরনো মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক প্রবণতায় বিজেপি এগিয়ে থাকার মাঝেই ফের সামনে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র একটি পুরনো মন্তব্য। যেখানে তিনি বাংলায় বিজেপির সম্ভাবনা নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পর উদযাপন মঞ্চে মোদী বলেছিলেন, "গঙ্গা বিহার থেকে বাংলায় প্রবাহিত হয়। বিহারের জয়ই বাংলার জয়ের পথ তৈরি করেছে।"

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যখন বাংলায় ক্ষমতার পালাবদলের ইঙ্গিত মিলছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির জোরালো প্রচার এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

চূড়ান্ত ফলাফলে যদি এই প্রবণতা বজায় থাকে, তবে স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করতে পারে।

সোমবার ভোটগণনার প্রথম তিন ঘণ্টা পর দেখা যাচ্ছে, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। দুপুর ১২টা ৩০ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ২৯৩টির মধ্যে ২৬৬টি আসনের প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে।

এই সময় পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে ১৭৩টি আসনে, তৃণমূল কংগ্রেস ৯০টি আসনে। বামফ্রন্ট-এআইএসএফ জোট একটি এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি) একটি আসনে এগিয়ে।মুর্শিদাবাদের রেজিনগর কেন্দ্রে এজেইউপি নেতা হুমায়ুন কবীর এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী-র বিরুদ্ধে এগিয়ে রয়েছেন।

যদিও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে অধিকারী নিজেই এগিয়ে রয়েছেন, যেখানে তিনি এবারে ভবানীপুরের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এদিন সকালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, জয়ী দলকে বিজয় মিছিল বের করতে হলে জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের পূর্বানুমতি নিতে হবে। তিনি সব রাজনৈতিক দলকেই ফল ঘোষণার পর সংযত থাকার আবেদন জানান।

এদিকে, ২০২১ সালের মতো সম্ভাব্য ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে রাজ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ৭০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ২১ মে পুনর্ভোট গ্রহণ করা হবে এবং ফল ঘোষণা হবে ২৪ মে।

# 'তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরানো উচিত' বিজেপি এগোতেই মন্তব্য হুমায়ুন কবীরের

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা যত এগোচ্ছে, ততই রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র সভাপতি হুমায়ুন কবীর দাবি করেছেন, বিজেপি শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে টপকে যাবে এবং রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটবে।

গণনার দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমার মতে, বিজেপি তৃণমূলের থেকে একটিমাত্র আসন বেশি পাবে। তৃণমূল তিনবার ক্ষমতায় থেকেও দুর্নীতি ও নানা অনিয়ম করেছে, তাই তাদের ক্ষমতা থেকে সরানো উচিত।"

তবে দিনের শুরুতে কিছুটা সংযত সুরে তিনি গণনার ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কথায়, "সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। নির্বাচন কমিশন গণনার বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ইতিবাচক পদক্ষেপ।"

প্রাথমিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে ফলাফলের চিত্র ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে, যদিও চূড়ান্ত ফলাফল পেতে আরও কয়েক দফা গণনা বাকি রয়েছে।

দুপুর প্রায় ১টা ১৫ পর্যন্ত ২৯৩টির মধ্যে ২৩২টি আসনের প্রবণতা অনুযায়ী, বিজেপি ১৮৯টি আসনে এগিয়ে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ৯২টি আসনে। বামফ্রন্ট-এআইএসএফ জোট এবং এজেইউপিউভয়েই দুটি করে আসনে এগিয়ে রয়েছে।

মুর্শিদাবাদের রেজিনগর কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীর নিজেই এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী-র বিরুদ্ধে এগিয়ে রয়েছেন। তবে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে অধিকারী এগিয়ে আছেন।এদিকে, নির্বাচন কমিশন সব রাজনৈতিক দলকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে এবং বিজয় মিছিলের আগে প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে ফল ঘোষণার পর কোনও ধরনের অশান্তি না ছড়ায়।

# বিজয়কে শুভেচ্ছা টাইগার শ্রফের "মানুষের বিশ্বাস দেখার মতো"

চেন্নাই, ৪ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়-এর দল এগিয়ে থাকতেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্র জগতের তারকারা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফ।

টাইগার শ্রফ নিজের এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "অভিনন্দন। আপনার উপর মানুষের যে বিশ্বাস, তা সত্যিই দেখার মতো। জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের জন্য আরও শক্তি ও সাফল্য কামনা করি।"

শুধু টাইগারই নন, মালয়ালম অভিনেতা ও প্রযোজক আজু ভার্গিস-ও বিজয়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সাহসীদের ভাগ্য সহায় হয়এর ঐতিহাসিক উদাহরণ!"

তামিল অভিনেতা ও বিজয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমান-ও নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, "মানুষের রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ রায়।" পাশাপাশি একটি ভিডিও পোস্ট করে জানান, বহু আগেই তিনি বিজয়কে 'চিফ মিনিস্টার' বলে সম্বোধন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক গণনার প্রবণতায় বিজয় তাঁর দল টিভিকে-এর হয়ে পেরাম্বুর এবং তিরুচি পূর্বদুই কেন্দ্রেই স্বচ্ছন্দে এগিয়ে রয়েছেন, যা দলের শক্তিশালী আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে টিভিকে-র গতি লক্ষ করা যাচ্ছে। এমনকি জয়ের পর দলীয় বিধায়কদের রাখার জন্য মহাবলীপুরমে একটি রিসর্ট বুক করার খবরও সামনে এসেছে, যাতে ভাঙন বা 'পোচিং'-এর আশঙ্কা এড়ানো যায়।

টিভিকে-র জাতীয় মুখপাত্র ফেলিক্স জেরাল্ড জানিয়েছেন, দল পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করবে বলে তারা আশাবাদী। তাঁর মতে, এই ফলাফল প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি মানুষের অসন্তোষের প্রতিফলন।

ভোটগণনা এগোতে থাকায় স্পষ্ট হচ্ছে, তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং টিভিকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড় দলগুলির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে আসছে।

# ভারত-জামাইকা বন্ধুত্ব : সাবিনা পার্কে ভারতের উপহার ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড উদ্বোধন জয়শঙ্করের

কিংস্টন, ৪ মে (আইএএনএস): ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর জামাইকার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হোলনেস-এর সঙ্গে কিংস্টনের ঐতিহাসিক সাবিনা পার্ক স্টেডিয়ামে ভারতের উপহার হিসেবে দেওয়া একটি ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড উদ্বোধন করেন। এই উপহারকে দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এক্স-এ পোস্ট করে জয়শঙ্কর বলেন, "ভারত-জামাইকার গল্প রানে লেখা, সম্মানে লেখা, বন্ধুত্বে লেখা। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হলনেসের সঙ্গে সাবিনা পার্কে ভারতের উপহার ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড উৎসর্গ করতে পেরে আনন্দিত।"

তিনি আরও লেখেন, "এই স্কোরবোর্ডে ভবিষ্যতে আরও অনেক স্মরণীয় ইনিংসের হিসাব ধরা থাকুক যার মধ্যে ভারত-জামাইকা বন্ধুত্বের ইনিংসও থাকবে।"

এই অনুষ্ঠানে জামাইকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার ক্রিস গেইল-এর অনুপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এর আগে, বিদেশমন্ত্রী জামাইকায় ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জামাইকার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবদানের প্রশংসা করেছেন, যা অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

তিনি ভারত-জামাইকা সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়ন এবং দেশের অবকাঠামো, মানব উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন ও উদ্যোক্তা ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কথাও তুলে ধরেন।এছাড়া তিনি ওল্ড হারবার পরিদর্শন করেন যেখানে ১৮০ বছরেরও বেশি আগে প্রথম ভারতীয়রা জামাইকায় পা রেখেছিলেন। সেখানে ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ করেন।উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী শীঘ্রই সুরিনাম ও ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফর করবেন। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে 'গিরমিটিয়া' সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক সংযোগের কারণে। 'গিরমিটিয়া' বলতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে বিদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করা ভারতীয়দের বোঝায়।

# এনডিএ-র জয়ে 'বিকশিত ভারত' ভাবনার সমর্থন দেখলেন কুমারস্বামী

বেঙ্গালুরু/নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনের ফল সামনে আসতেই এনডিএ-র সাফল্যকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র 'বিকশিত ভারত' ভাবনার প্রতি জনসমর্থন হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও ইস্পাত মন্ত্রী এইচ.ডি. কুমারস্বামী।

এক বিবৃতিতে কুমারস্বামী বলেন, এই জনাদেশ সরকারের নীতি ও শাসনব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থার প্রতিফলন। তাঁর মতে, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'-এর মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দর্শনের সঙ্গেই জনগণের প্রত্যাশার মিল পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এনডিএ এখন বিশ্বাসযোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে সরকারের কাজের প্রতি আস্থা বেড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।কুমারস্বামী এই সাফল্যের কৃতিত্ব দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র কৌশলগত নেতৃত্বকে। তাঁর কথায়, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এনডিএ-র বিস্তার ঘটাতে শাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

একইসঙ্গে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতীন নবীন-এর ভূমিকাও তিনি উল্লেখ করেন, যিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে সংগঠনকে চাঙ্গা রেখেছেন।

কুমারস্বামী প্রধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শাহ, নিতীন নবীন, এনডিএ প্রার্থী, দলীয় কর্মী ও ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়ে এই ফলাফলকে স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নমুখী শাসনের পক্ষে ঐতিহাসিক জনাদেশ বলে অভিহিত করেন।

# বেঙ্গল-অসমে বিজেপির সাফল্যে সাধুবাদ, রায়ে ভারতীয় রাজনীতিতে 'নতুন দিশা': বাবা রামদেব

হরিদ্বার, ৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পারফরম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করে যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল ভারতীয় রাজনীতিকে "নতুন দিশা" দেখিয়েছে এবং এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন।আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রামদেব বলেন, বিজেপির সাফল্যের পেছনে শক্তিশালী নেতৃত্ব, সংগঠনের পরিশ্রম এবং জনসমর্থন বড় ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর কথায়, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতোতার সমকক্ষ কেউ নেই। এই অবস্থানে পৌঁছতে তিনি ৫০ বছরের সাধনা করেছেন, আর দেশবাসী তাঁর উপর আস্থা রেখেছে।"পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই ফলাফল দেশের রাজনীতিতে এক নতুন মোড়। যারা রাজনৈতিক প্রভাবের অহংকারে ভুগছিল, তাদের সেই আধিপত্য ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।" পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিজেপি ও মোদির প্রতি মানুষের সমর্থন তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সাংগঠনিক দক্ষতার প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, "মোদির ভাবনাকে মাটিতে বাস্তবায়িত করতে অমিত শাহর নিরলস প্রচেষ্টা অনন্য।"অসম প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র সম্ভাব্য জয়কে "গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন" বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি হিন্দুত্ব, উন্নয়ন এবং সনাতন ভাবনার মিলিত রূপকে তুলে ধরে।তবে একই সঙ্গে কেরলে কংগ্রেসের পারফরম্যান্সের জন্যও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রামদেব। তিনি বলেন, "গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষই সমানভাবে শক্তিশালী থাকে।"উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজ্যে ভোটগণনা এখনও চলছে এবং প্রাথমিক ফলাফলে একাধিক অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে ৪-১০মে অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ চালু

**নয়াদিল্লি।।** স্বাস্থ্য পরিসেবা পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়বদ্ধতার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে ৪-১০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত দেশজুড়ে অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ চালু করেছে। "স্বাস্থ্য পরিসেবা ক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা" এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব শ্রীমতী পূণ্য সলিলা শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে দেশজুড়ে শপথগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এর সূচনা করা হয়। অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি সুরক্ষার প্রস্তুতি এবং অগ্নি রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারদের সম্মিলিত দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই শপথ গ্রহণ।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব এ বছরের অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের বিষয় হিসেবে- "নিরাপদ বিদ্যালয়, নিরাপদ হাসপাতাল এবং অগ্নি সুরক্ষা গড়তে সচেতন সমাজ : অগ্নি প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রয়াস" এই বিষয়কে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অগ্নি সুরক্ষা সুনিশ্চিত সম্মিলিত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অগ্নি সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বর্তমান পরিকাঠামোর মূল্যায়ণ, সঠিকভাবে অডিট এবং কোথাও কোনওরকম ফাঁক রয়েছে কি না তা সুনিশ্চিত করা এবং অসাম্যের দিকগুলিকে পূরণ করা দরকার। দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পেশাদারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দরকার। তিনি বলেন, আইএইচআইপি পোর্টালে সমস্ত রাজ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি অগ্নি নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা নিয়মিত জানাবে। ৫০,০০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারী ইতিমধ্যেই iGOT অগ্নি সুরক্ষা কোর্স সম্পূর্ণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব। দেশ জুড়ে অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়ে জন ভাগীদারি অর্থাৎ জনসাধারণের অংশগ্রহণের একটা সদর্থক প্রভাব পড়বে বলে তিনি জানান।

জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ)-র সদস্য এবং প্রধান শ্রী কৃষ্ণ এস. বৎস স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে অগ্নি সুরক্ষায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। রাজ্য এবং জেলা স্তরেও এই জাতীয় গঠনমূলক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে এনডিএমএ-র পাঁচটি আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান। অগ্নি পরিষেবা ক্ষেত্রের মহানির্দেশক শ্রী সুনীল কুমার ঝা স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানকারী ক্ষেত্রগুলিতে অগ্নি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। সেইসঙ্গে হাসপাতালের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জটিল বাতাবরণে এই ব্যবস্থার নিয়মিত পর্যালোচনা করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন তিনি।

এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ক্ষেত্র অগ্নি প্রতিরোধ ও জীবনের নিরাপত্তা ২০২৬ নিয়ে একটি জাতীয় নির্দেশিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এই নির্দেশিকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অগ্নি সুরক্ষা এবং আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নানান পরিকল্পনা সেইসঙ্গে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা যেমন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ), নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (এনআইসিইউ), পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (পিআইসিইউ) এবং অপারেশন থিয়েটারগুলিতে কঠোরভাবে অগ্নি সুরক্ষা বিধান কার্যকরী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দেশজুড়ে অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে বৃহত্তর সচেতনতা গড়ে তুলতে পোস্টার তৈরি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতার মতো নানা উদ্যোগের পাশাপাশি অগ্নি প্রতিরোধে নানান নকশা তুলে ধরা হবে। এতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে পেশাদার সহ ছাত্র সমাজের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতার প্রসার ঘটবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রকাশিত জাতীয় নির্দেশিকাটি দেখতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন- https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/62dc 36c 7ac 9aeedefb0e969de 50686d1.pdf

## প্লাস্টিকের বোতল ফেলে না দিয়ে রান্না ঘরের কাজে লাগান

রান্নাঘরের অগোছালো চামচ বা স্প্যাচুলা গুছিয়ে রাখতে একটি বড় প্লাস্টিকের বোতল কেটে চমৎকার হোল্ডার তৈরি করে নিন। পছন্দমতো রঙ বা স্টিকার দিয়ে সাজিয়ে নিলে এটি আপনার রান্নার জায়গার সৌন্দর্য্য বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। এর ফলে দরকারি সরঞ্জামগুলো থাকবে একদম আপনার হাতের নাগালে।

চাল, ডাল কিংবা নানা রকমের মশলা রাখার জন্য স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ। এতে বাইরের থেকে ভেতরে কী আছে তা সহজেই বুঝতে পারবেন। এবং বায়ুরোধী ঢাকনার কারণে খাবার থাকব দীর্ঘক্ষণ সতেজ। সাশ্রয়ী এই পদ্ধতিতে আপনর রান্নাঘরের তাকগুলোও দেখাবে বেশ পরিপাটি।

খোলা ময়দা বা বিস্কুটের প্যাকেটের মুখ বন্ধ করতে বোতলের উপরের অংশটি কেটে ব্যবহার করুন। প্যাকেটের মুখ বোতলের ভেতর দিয়ে গলিয়ে ছিপিটি আটকে দিলে তৈরি হয়ে যাবে এয়ারটাইট সিলার।

এটি খাবারকে ড্যাম্প হওয়ার হাত থেকে বাঁচায় এবং ক্যাবিনেটে নোংরা হওয়া রোধ করতে সাহায্য করে।

জায়গা বাঁচাতে প্লাস্টিকের বোতল কেটে দেয়াল বা ক্যাবিনেটের দরজায় ঝুলিয়ে দিন। এর ভেতরে আদা, রসুন, পেঁয়াজ কিংবা ধোয়ার ব্রাশগুলো সহজেই রাখতে পারবেন। এটি ছোট রান্নাঘরের জন্য একটি চমৎকার সলিউশন, যা কাউন্টারটপের বাড়তি জায়গা দখল করে না। তেল বা সরু দানার জিনিস ঢালতে গিয়ে প্রায়ই নিচে পড়ে নষ্ট হয়, যা এখন থেকে আর হবে না। একটি প্লাস্টিকের বোতলের উপরের অংশটি কেটে উল্টো করলেই তৈরি হয়ে যাবে কার্যকর ফানেল। বাড়তি পয়সা খরচ করে বাজার থেকে প্লাস্টিক সামগ্রী কেনার ঝামেলা না করে নিজেই বানিয়ে নিন এই ফানেল।

ছোট ছোট প্লাস্টিকের বোতল কেটে সেগুলোকে সুন্দর টবে রূপান্তর করতে পারেন। সেখানে পুদিনা বা ধনেপাতার মতো ভেষজ গাছ লাগিয়ে জানলার পাশে সাজিয়ে রাখুন। রান্নার সময় যেমন টাটকা উপাদান মিলবে, তেমনই আপনার অন্দরমহলে আসবে এক চিলতে সবুজের ছোঁয়া।

বড় বোতলগুলোর মাঝখানের অংশ কেটে ডিম কিংবা সবজি রাখার ঝুড়ি হিসেবে ব্যবহার করুন। বোতলে ছোট ছোট ছিদ্র করে দিলে ভেতরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ পায়, ফলে সবজি সহজে পচে যাওয়ার ভয় থাকে না। ফ্রিজের ভেতরের তাকগুলো গোছাতেও এটি দারুণ কাজ দেয়। পুরনো প্লাস্টিকের বোতলে একটি পাম্প লাগিয়ে সেটিকে ডিশওয়াশিং লিকুইড রাখার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া সবজির খোসা ফেলার জন্য সিঙ্কের পাশেই একটি ছোট ডাস্টবিন বানিয়ে নিন। এতে রান্নার কাজ যেমন সহজ হবে, তেমনই বজায় থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

## হার্ট ভালো রাখতে কি সবার জন্য অ্যাসপিরিন প্রয়োজন

ডা. শরদিন্দু শেখর রায়

অ্যাসপিরিন 'রক্ত পাতলা করার' ওষুধ। ওষুধটি রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে। হার্টের রক্তনালিতে ব্লক হয়ে যে হৃদ্রোগ হয়, তার চিকিৎসায় ওষুধটি বেশ কার্যকর। কারও হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হলে চিকিৎসক অ্যাসপিরিন দেন। যাঁদের হৃদ্রোগ আছে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, স্টেন্ট (রিং) বসানো হয়েছে, বাইপাস/ওপেন হার্ট সার্জারি বা মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক হয়েছেতাঁদের জন্য অ্যাসপিরিন জীবন রক্ষাকারী ওষুধ।

এসব রোগীর ক্ষেত্রে নতুন করে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক প্রতিরোধে আজীবন স্বল্পমাত্রার অ্যাসপিরিন সেবন করতে হয়। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই; বরং যৌক্তিক কারণ বা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধটি বন্ধ করলে আবার হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

কারও স্টেন্ট বা রিং লাগানোর পর অ্যাসপিরিন বন্ধ করলে, রিং লাগানো রক্তনালির পথ আবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যাঁদের হৃদ্রোগ বা স্ট্রোক হয়নি, তাঁদের কি প্রতিদিন অ্যাসপিরিন খাওয়া উচিত? আজকাল অনেকেই কেবল বয়স হয়েছে বলে স্বল্প মাত্রার অ্যাসপিরিন সেবন করেন। এটা কি ঠিক?

গবেষণা কী বলে— সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক প্রতিরোধে অ্যাসপিরিনের ব্যবহারে উপকার সীমিত, বরং ঝুঁকি বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক প্রতিরোধের জন্য যাঁরা অ্যাসপিরিন নিয়েছেন, তাঁদের হৃদরোগ বা স্ট্রোক কমেনি, বরং রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়েছে। যাঁদের পেটে আলসার, আগে রক্তক্ষরণের ইতিহাস, কিডনির সমস্যা বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছেতাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোকের রোগীদের অ্যাসপিরিন দেওয়া নিষেধ। ৭০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি যাঁদের আগে হৃদ্রোগ বা স্ট্রোক হয়নি, তাঁদের নিয়মিত অ্যাসপিরিন খাওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে ৪০ থেকে ৭০ বছর বয়সী উচ্চ ঝুঁকির কিছু রোগীর ক্ষেত্রে যদি রক্তক্ষরণের ঝুঁকি কম থাকেতবে শুধু চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যাসপিরিন বিবেচনা করা যেতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঝুঁকি ও উপকারের ভারসাম্য বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পরামর্শ— চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে প্রতিদিন অ্যাসপিরিন শুরু করবেন না। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হলে বা স্টেন্ট (রিং) পরা থাকলে, বাইপাস বা ওপেন হার্ট সার্জারি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করবেন না। পেটে আলসার, আগে রক্তক্ষরণ বা কিডনির সমস্যা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসককে জানিয়ে নিন। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চ মাত্রার খারাপ কোলেস্টেরলসহ বিভিন্ন ঝুঁকির উপস্থিতিতে হৃদরোগ ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক প্রতিরোধে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার একটি সমন্বিত ও ব্যক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিষয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

## ডালের ওপরে ফেনা শরীরের জন্য আশীর্বাদ

রান্না মানে শিল্প আর বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। ডাল রাঁধতে গেলে একটা জিনিস প্রায়ই চোখে পড়ে ডাল ফুটতে শুরু করলেই উপরে সাদা একস্তর ফেনা জমে ওঠে। অনেকেই ভাবেন এটা হয়তো ময়লা, তাই হাতা দিয়ে সযত্নে তুলে ফেলে দেন। আবার অনেকে পাত্তা না দিয়েই ডাল নেড়ে দেন। কিন্তু এই সাদা ফেনা আসলে কী? এটি শরীরের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ? সম্প্রতি এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিশেষজ্ঞরা, যা শুনে রীতিমতো চমকে গিয়েছেন খাদ্যরসিকরা।

ডালের ফেনা কি বিষাক্ত?

ছত্তিশগড়ের রায়পুরের প্রখ্যাত অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ জয়েশ শর্মা জানিয়েছেন, ডাল ফোটার সময় যে ফেনা তৈরি হয়, তা মূলত প্রোটিন, সামান্য স্টার্চ এবং 'স্যাপোনিন' নামক একটি উপাদানের মিশ্রণ। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার খাতিরেই প্রাকৃতিকভাবে এতে স্যাপোনিন থাকে। মজার বিষয় হল, অল্প পরিমাণে স্যাপোনিন শরীরের জন্য বেশ উপকারী; এটি প্রদাহ কমাতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে তখন, যখন এর পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। স্যাপোনিন বেশি থাকলে ডালের স্বাদ তেতো হয়ে যেতে পারে এবং এটি অন্ত্রের লাইনিংয়ের ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে যাদের ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম আছে, তাঁদের জন্য এই ফেনা মারাত্মক অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

প্রেশার কুকার নাকি কড়াই: ডাল বানাবেন কীসে?

অনেকেই মনে করেন প্রেশার কুকারে ডাল রাঁধলে সেই ফেনা ভিতরেই রয়ে যায়, যা থেকে পরে পেট ফাঁপা বা গ্যাস হতে পারে। কিন্তু ডাঃ শর্মা এই ধারণা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, পেটে গ্যাস বা ব্লটিং হওয়ার আসল কারণ ডালের ফেনা নয়, বরং এতে থাকা এক ধরণের জটিল শর্করা যাকে বলা হয় 'FODMAPs'। মানুষের শরীর এই শর্করা সহজে হজম করতে পারে না। প্রেশার কুকারে উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করলে এই 'FODMAPs' এবং স্যাপোনিন দুই-ই ভেঙে যায়, ফলে ডাল অনেক বেশি হজমযোগ্য হয়ে ওঠে।

ডাল খেয়ে যারা মাঝেমধ্যেই পেটের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য রইল ঘরোয়া কিছু সমাধান:

ডাল রাঁধার অন্তত ৩০ মিনিট আগে তা ভিজিয়ে রাখুন। এতে জটিল শর্করা ভেঙে যায় এবং পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত শোষিত হয়।

ডালে হিং, জিরে, আদা বা হলুদের ফোড়ন কেবল স্বাদ বাড়ায় না, এগুলো অ্যাসিডের মাত্রা কমিয়ে হজমে সাহায্য করে।

আধসেদ্ধ ডাল কিন্তু বদহজমের যম। ডাল ভালো করে সেদ্ধ করে ঘেঁটে নেওয়া শরীরের জন্য উপকারী।

## ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকা স্ট্রোকের ঝুঁকি

ঘুমিয়ে পড়লেই নাক ডাকেন? এই অভ্যাস মোটেও ভাল নয়। সশব্দে নাক ডাকলে পাশে শুয়ে থাকা সঙ্গীরও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় আপনার নিজের। ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকার অভ্যাসকে চিকিৎসার ভাষায় 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' বলা হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থাকলে এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই এই নাক ডাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, ৫০ বছর বয়সের আগেই যদি কারও নাক ডাকার সমস্যা শুরু হয়, এটি দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। অর্থাৎ নাক ডাকা আপনার মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই এই বিষয়টিকে ভুলেও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

সম্প্রতি স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সের ৭৬৬,০০০ প্রাপ্তবয়স্কদের ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ৭,৫০০ জন ব্যক্তি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছিলেন। এই সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছে ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে রাতে নাক ডাকার অভ্যাস ভবিষ্যতে হৃদরোগ ও স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' হল এমন একটি স্বাস্থ্য অবস্থা, যেখানে ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা তৈরি হয়। এর ফলে উচ্চস্বরে নাক ডাকা এবং ঘন ঘন নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। ১০ বছর ধরে সমীক্ষা চালানোর পর দেখা গিয়েছে, যাঁরা এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগেন, তাঁদের মধ্যে স্ট্রোকে ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি গবেষকেরা বলছেন, যে সব ব্যক্তি ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনে (এক প্রকার হৃদরোগ, যেখানে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক হয়) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি। এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, কিন্তু স্বীকার করতে চান না। কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়, যে আপনি অবহেলা করবেন। স্থূলতা, ধূমপান, মদ্যপানের মতো বিষয়গুলো স্লিপ অ্যাপনিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। প্রথম থেকে সুস্থ লাইফস্টাইল মেনে চললে নাক ডাকা কমাতে পারেন।

অনেকেই একা ঘুমাবেন। সেক্ষেত্রে বোঝা যায় না যে, আপনি রাতে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন কিনা। ঘুম থেকে ওঠার পর গলা খুব বেশি শুকিয়ে যায়? তখন বুঝবেন আপনি স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত। এছাড়া স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত হলে সারাদিন ধরে ঝিমুনি ভাব, ক্লান্তি, মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। এছাড়া ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ব্যথার মতো উপসর্গও দেখা দেয়।

## বহুদিন বাঁচতে সহজ কিছু টিপস

দীর্ঘায়ুর জন্য চাই সঠিক জীবনধারা। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ৭টি সহজ অভ্যাস পালন করলে শরীর ও মন সতেজ থাকবে, যা আপনাকে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই অন্তত এক গ্লাস জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। এটি শরীরের বিপাকক্রিয়া সক্রিয় করে এবং জমে থাকা ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত জলপানে হজমশক্তি বাড়ে এবং শরীরের নার্ভাস সিস্টেম সচল হয়ে ওঠে।

সকালের খাবার হওয়া চাই ফাইবার এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সমৃদ্ধ। দই, ওটমিল, বাদাম কিংবা ফলের মিশ্রণ শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। স্বাস্থ্যকর প্রাতঃরাশ সারাদিনের কাজের উদ্যম বজায় রাখে এবং দীর্ঘমেয়াদে শরীরকে রোগমুক্ত রাখে। সকালে মাত্র ৫ থেকে ১০ মিনিট স্ট্রেচিং বা যোগব্যায়াম করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। এটি শরীরের নমনীয়তা বজায় রাখতে এবং হাড়ের জয়েন্টগুলোকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ঘরের বাইরে হালকা রোদে হাঁটাহাঁটি করলে দেহের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি বা সার্কাডিয়ান রিদম ঠিক থাকে।

শরীরকে পুরোপুরি সক্রিয় করতে স্নায়ুতন্ত্রের জাগরণ প্রয়োজন। হাতের মুঠো দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে হালকা টোকা বা ট্যাপিং করলে স্ট্রেস সামলানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষুদ্র অভ্যাসটি শরীরের কোষগুলোকে সজীব রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কার্যকর।

সুস্থ থাকার জন্য মনের যত্ন নেওয়া সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সকালে কিছুক্ষণ গভীর শ্বাস নেওয়া কিংবা ধ্যানের মাধ্যমে দিন শুরু করলে মানসিক স্বচ্ছতা বাড়ে। এটি দীর্ঘমেয়াদি দুশ্চিন্তা কমিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থ রাখতে সরাসরি সাহায্য করে।

সকালে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে সারাদিনের প্রয়োজনীয় কাজের একটি তালিকা বা লক্ষ্য স্থির করুন। পরিকল্পনা মাফিক চললে কাজের দক্ষতা বাড়ে এবং অহেতুক মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায়। একটি সুশৃঙ্খল দিন যাপন জীবনকে অর্থপূর্ণ এবং ইতিবাচক করে তোলে।

সকালের এক কাপ চিনিছাড়া কফি কেবল আপনার ঘুমই কাটায় না, এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কফি অন্ত্রে উপকারি ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। তবে কফি পানের পাশাপাশি সারাদিন পর্যাপ্ত সাধারণ জল পান করতে কখনও ভুলবেন না। দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন পেতে হলে এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলোকে প্রতিদিনের রুটিনে পরিণত করতে হবে। সুষম খাদ্যাভ্যাস, পরিমিত শরীরচর্চা এবং সঠিক মানসিক প্রশান্তিই আপনাকে বার্ধক্যেও সচল রাখবে। আজ থেকেই শুরু হোক আপনার নতুন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের পথে পথচলা।

## দিদিমার প্রথম পাঠ

প্রীতম সিংহ

**বাংলা অনুবাদ করেছেন**

লেখক সুধা মূর্তির যখন ১২ বছর বয়স, তখনকার ঘটনা। তাঁর দিদিমা কৃষ্ণা নিরক্ষর ছিলেন। ছোটবেলায় মেয়েদের স্কুলে পাঠানো হতো না, তাই তিনি কখনো লেখাপড়া শেখেননি। কিন্তু তাঁর একটা নেশা ছিল - কর্ণাটকের একটা ম্যাগাজিন "কর্মবীর"-এ প্রকাশিত "কাশী যাত্রে" উপন্যাসটা শোনা।

প্রতি বুধবার লেখক তাঁকে উপন্যাসের নতুন পর্ব পড়ে শোনাতেন। দিদিমা খুব মন দিয়ে শুনতেন আর গল্পের চরিত্রগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে যেতেন।

একবার লেখক এক সপ্তাহের জন্য বিয়েবাড়ি গেলেন। ফিরে এসে দেখেন দিদিমা খুব মনমরা। কারণ সেই সপ্তাহে "কর্মবীর" এসে গেছে, কিন্তু দিদিমা নিজে পড়তে পারেন না। তিনি বুঝতে পারলেন নিরক্ষর হওয়ার কষ্ট কতটা।

সেদিনই তিনি ঠিক করলেন, সরস্বতী পূজার দিন পর্যন্ত তিনি পড়তে শিখবেন। লেখককে তিনি তাঁর শিক্ষক বানালেন। দিদিমা প্রচণ্ড জেদ আর পরিশ্রম করে কন্নড় বর্ণমালা শিখলেন।

সরস্বতী পূজার দিন দিদিমা নিজে নিজে "কাশী যাত্রে" উপন্যাসটা পড়ে ফেললেন। খুশিতে তিনি লেখককে প্রণাম করলেন। কারণ ভারতীয় রীতি অনুযায়ী শিক্ষককে গুরুর মর্য্যাদা দেওয়া হয়, বয়স যাই হোক না কেন। উপহার হিসেবে তিনি লেখককে একটা ফ্রক দিলেন। সেদিন লেখক বুঝলেন, শেখার কোনো বয়স নেই।

'এই গল্প আমাদের শেখায় যে ইচ্ছা থাকলে যেকোনো বয়সে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং শিক্ষককে সবসময় সম্মান করা উচিত।'

# মধ্যপ্রাচ্য সংকটের জেরে এপ্রিলে কমল ভারতের বিমান যাত্রী সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের প্রভাবে এপ্রিলে দেশে বিমান যাত্রী সংখ্যায় ধাক্কা লাগল। মার্চের তুলনায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিকদুই ক্ষেত্রেই যাত্রী পরিবহণ কমেছে বলে জানিয়েছে ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিলে দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান যাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪০.৮ লক্ষ, যা বছরওয়ারি এবং মাসওয়ারিদুই দিক থেকেই প্রায় ৪ শতাংশ কম। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রী সংখ্যায় আরও বড় পতন দেখা গেছেমার্চের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ কমে এপ্রিলে দাঁড়িয়েছে ২৮.৩ লক্ষ।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবায় বড় ধরনের প্রভাব পড়ায় এই পতন ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির জেনারেল সিভিল এভিয়েশন অথরিটি তাদের আকাশসীমায় স্বাভাবিক বিমান চলাচল পুরোপুরি পুনরায় চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে ভারত ও ইউএই-র মধ্যে উড়ান পরিষেবা বাড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক।এছাড়া সৌদি আরব ও ওমান থেকে ভারতের বিভিন্ন শহরে উড়ান পরিষেবা চালু রয়েছে। কাতারের আকাশসীমা আংশিক খোলা, এবং এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো-সহ একাধিক বিমান সংস্থা উড়ান পরিচালনা করছে।

কুয়েত ও বাহরাইনের আকাশসীমাও খোলা রয়েছে। সেখান থেকেও নিয়মিত উড়ান চলছে। ইরাক সীমিত আকাশপথে পরিষেবা চালু রেখেছে, যা ভারতের সঙ্গে সংযোগে ব্যবহার করা হচ্ছে।ইরানের আকাশসীমা আংশিকভাবে কার্গো ও চার্টার্ড উড়ানের জন্য খোলা থাকলেও সাধারণ যাত্রীদের সেখানে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় ২,৫০৪ জন ভারতীয় নাগরিক স্থলপথে দেশ ছেড়েছেন।ইজরায়েলের আকাশসীমাও আংশিকভাবে চালু হয়েছে এবং সীমিত উড়ান পরিষেবা পুনরায় শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

# হরমুজ প্রণালীতে আটকে পড়া জাহাজ উদ্ধারে ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ শুরু করছে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৪ মে (আইএএনএস): মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে হরমুজ প্রণালীতে আটকে পড়া বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে নিরাপদে বের করে আনতে বড়সড় সামরিক সহায়তাপ্রাপ্ত অভিযান শুরু করতে চলেছে আমেরিকা। ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ নামে এই উদ্যোগের ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, একাধিক দেশ ওয়াশিংটনের কাছে সাহায্য চেয়েছে, কারণ হরমুজ প্রণালীতে অনেক জাহাজ আটকে রয়েছে, যেগুলির চলমান সংঘাতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন, “ইরান, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকার স্বার্থে আমরা এই দেশগুলিকে জানিয়েছি যে তাদের জাহাজকে নিরাপদে এই সীমাবদ্ধ জলপথ থেকে বের করে আনতে আমরা সহায়তা করব।”

সোমবার (মধ্যপ্রাচ্যের সময় অনুযায়ী) সকাল থেকেই এই অভিযান শুরু হবে। ট্রাম্পের দাবি, এই উদ্যোগ “নিরপেক্ষ ও নিরীহ” জাহাজগুলিকে সাহায্য করবে এবং তাদের স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ফিরে যেতে সহায়তা করবে।

তিনি এটিকে মানবিক উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, অনেক জাহাজে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যা বড় সংখ্যক নাবিকদের জন্য উদ্বেগজনক।

একইসঙ্গে ট্রাম্প জানান, ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, এই মানবিক অভিযানে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মার্কিন সামরিক কমান্ড ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ৪ মে থেকে তাদের বাহিনী এই অভিযানে সহায়তা করবে, যার লক্ষ্য হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা।

এই অভিযানে গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, ১০০-র বেশি স্থল ও সমুদ্রভিত্তিক বিমান, ড্রোন প্ল্যাটফর্ম এবং প্রায় ১৫,০০০ সেনা মোতায়েন করা হবে বলে জানা গেছে।

হরমুজ প্রণালী বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জলপথসমুদ্রপথে পরিবাহিত বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই পথ দিয়ে যায়, পাশাপাশি জ্বালানি ও সারজাত পণ্যের বড় অংশও এই রুটে পরিবাহিত হয়।এই অভিযানে আন্তর্জাতিক সমন্বয় বাড়াতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও প্রতিরক্ষা দপ্তর যৌথভাবে ‘মেরিটাইম ফ্রিডম কনস্ট্রাক্ট’ উদ্যোগও চালু করেছে, যার মাধ্যমে অংশীদার দেশগুলির মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান ও সহযোগিতা বাড়ানো হবে।

# বিক্রমশীলা সেতুর অংশ ভেঙে পড়া: তৎপর বিহার সরকার, সেনার সাহায্য চাওয়া হল

পাটনা, ৪ মে (আইএএনএস): ভাগলপুরে বিক্রমশীলা সেতু-র একটি অংশ ভেঙে পড়ার ঘটনার পর দ্রুত তৎপর হয়েছে বিহার সরকার। প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা ও সেনাবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে সড়ক নির্মাণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

সোমবার ভোররাতে, প্রায় ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ, ৪.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটির পিলার নম্বর ১৩৩-এর কাছে প্রায় ৩৩ মিটার অংশ গঙ্গা নদীতে ভেঙে পড়ে। আগাম সতর্কতা হিসেবে প্রশাসন যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ঘটনার সময় সেতুর উপর বেশ কয়েকটি যানবাহন ছিল বলে জানা গেছে, তবে সেগুলিকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে ভাগলপুরের জেলা শাসক নবল কিশোর চৌধুরী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। জননিরাপত্তার স্বার্থে সেতুতে সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সেতুর দুই প্রান্তে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ দল ডাকা হয়েছে।

এই সেতু উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। ফলে সীমাঞ্চল অঞ্চলসহ মোট ১৬টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ মানুষের যাতায়াত প্রভাবিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত এক দশকে এই সেতুর তিনবার মেরামত হয়েছে, সর্বশেষ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ হয় ২০২৬ সালের মার্চ মাসে। তবুও আবার সেতুর অংশ ভেঙে পড়ায় নির্মাণের গুণমান ও তদারকি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সরকারের দ্রুত পদক্ষেপে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও, এই ঘটনা বিহারের পরিকাঠামোর মান এবং দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

# জেলে বন্দি বিআরএস নেতার সঙ্গে দেখা কেটিআরের, ‘প্রতিহিংসার রাজনীতি’ অভিযোগ কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে

হায়দরাবাদ, ৪ মে (আইএএনএস): তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ‘প্রতিহিংসার রাজনীতি’র অভিযোগ তুললেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি কে.টি. রামা রাও। সোমবার তিনি সাঙ্গারেড্ডি জেলে গিয়ে দলের নেতা মান্নে কৃষাঙ্ক-এর সঙ্গে দেখা করেন।

কৃষাঙ্কের বিরুদ্ধে এক কংগ্রেস কর্মীর উপর হামলার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল হায়দরাবাদে তাঁকে এবং তাঁর সাত সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়।

তবে কেটিআর এই গ্রেফতারিকে বেআইনি বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, “মান্নে কৃষাঙ্ক একজন শিক্ষিত যুবক, আইনজীবী এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং তেলেঙ্গানা স্টেট মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছেন।”

তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কারণেই কৃষাঙ্কের বিরুদ্ধে ৩৫টিরও বেশি ‘ভুয়ো মামলা’ দায়ের করা হয়েছে।কেটিআরের কথায়, “রেভন্ত রেড্ডি সরকারের এই পদক্ষেপ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা।”

তিনি আরও বলেন, “যেসব মামলায় চার বছরের কম সাজা হতে পারে, সেখানে সাধারণত স্টেশন বেল দেওয়া হয়। অথচ কৃষাঙ্ককে ১২ দিন ধরে জেলে রাখা হয়েছে এবং তাঁকে ‘হ্যাবিচুয়াল অপরাধী’ হিসেবে দেখানো হচ্ছে।”

বিআরএস নেতা অভিযোগ করেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘মিস ইংল্যান্ড’-কে হেনস্থার বিষয় তুলে ধরা, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ, সরকারি চুক্তিতে দুর্নীতি তুলে ধরা এবং গ্রামীণ স্তরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণেই কৃষাঙ্কের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করা হচ্ছে।

রাজ্যে বাড়তে থাকা অপরাধের প্রসঙ্গ তুলে কেটিআর বলেন, “করিমনগরে দিনের আলোয় গুলি চললেও সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয় না। অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী পোস্ট করছে, তা নিয়েই সরকার বেশি ব্যস্ত।”

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO.05/EE/E-CELL/ARDD/2026-27. Date: 29/04/2026.**
**Memo No : F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/24/117-125 Date: 29/04/2026.**
Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the'Government of Tripura' in PWD -7(Seven) upto 3.00 p.m on 15/05/2026 for DNIT : i) 12/EE/E-CELL/ARDD/2026-27
All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.
**N.B - For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in.**
**Executive Engineer**
**Engineering Cell, ARDD.**
**P.N. Complex, Agartala.**
**ICA/C-242/26**

***TENDER NOTICE.***
THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA IS INVITING TENDER IN SEALED COVER FROM THE BONAFIDE FIRM/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF SPARE PARTS FABRICATION ITEMS JOB TYRE RE-TRADING AND BATTERY RECONDITIONING FOR THE YEAR OF 2026-2027
THE QUOTATIONS WILL BE RECEIVED ON 25-05-2026 FROM 1000 HOURS TO 1500 HOURS IN THE OFFICE OF THE UNDERSIGN AND THE QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 1530 HOURS BY A BOARD OF OFFICERS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES OF FIRMS/SUPPLIERS WILLING TO REMAIN AT THAT TIME.
LIST OF SPARE PARTS, FABRICATION ITEMS, JOB, TYRE RE-TRADING AND BATTERY RECONDITIONING. INCLUDING TERMS & CONDITIONS MAY BE COLLECTED FROM THE MT SECTION OF SEPAHIJALA TRIPURA DISTRICT POLICE LOCATED AT BISHRAMGANJ POLICE LINES, FROM 05-05-2026 TO 15-05-2026 DURING OFFICE HOURS.
**ICA/C-238/26**
**SUPERINTENDENT OF POLICE**
**SEPAHIJALA TRIPURA**

**P'NIeT No. 09-14/ EE/DWS/BLG/2026-27 dated 30/04/2026**
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 7/5/2026 for (1). providing & fitting, fixing of spare parts for starter (Gr.1 to 2) (2). Repairing & Mtc. of existing CI, DI & UPVC pipe line leakage, block washing, sluice valve etc. in/c some allied work (Gr.I to 2).(3).Rewinding of burned (3HP/2 HP) submersible motor & repairing of pump of SBDTW(Gr.1 to 2) scheme under Jampuijala Block. For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.
**ICA/C-226/26**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Bishalgarh**

**Prof. (Dr.) Manik Saha**
**CHIEF MINISTER OF TRIPURA**
**AGARTALA - 799010**

## বিবৃতি

**সুধী অভিভাবক/অভিভাবিকা, শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ এবং প্রিয় রাজ্যবাসী**

আগামী ৬ এবং ৭ মে, ২০২৬ তারিখে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে পরিচালিত Foundational Learning Study (FLS) -2026 সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত ১২৭ টি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থীদের ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান (Foundational Literacy and Numeracy - FLN) সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করা। সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP-2020)-এর আলোকে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে।

এই সমীক্ষায় রাজ্যের নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলির নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি, পাঠ-বোঝার দক্ষতা এবং মৌলিক গণিত দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য এই সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের রাজ্যে এই সমীক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য SCERT-এর অধিকর্তা ও Samagra Shiksha-এর রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা (SPD) State Level Coordinator হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষাকে সফল করার লক্ষ্যে অভিভাবক/অভিভাবিকাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ৬ এবং ৭ মে, ২০২৬ তারিখে আপনার সন্তানকে অবশ্যই বিদ্যালয়ে পাঠাবেন যাতে তারা এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে ঐ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করেন এবং তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

আমি আশা করি, অতীতের বিভিন্ন জাতীয় স্তরের সমীক্ষার মতোই আপনারা সকলে আন্তরিক সহযোগিতা করবেন এবং FLS -2026 সমীক্ষা কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করবেন।

**ধন্যবাদন্তে,**

**ICA/D-121/26**
**প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা**

**PNIe-T No: 01/PNIeT/EE/DWS/BLN/2026-27**
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

| Sl. No. | Name of the work/ DNIT Nos. | Estimated cost | Earnest money | Deadline for online bidding | Website for online bidding | Time & date of opening of online bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DNIT No. : 01/DNIeT/EE/DWS/BLN/2026-27 | ₹ 2,34,900.00 | ₹ 4,698.00 | Upto 3.00 P.M on 11.05.2026 | https://tripuratenders.gov.in | At 3.30 P.M On 11.05.2026 if possible |
| 2 | DNIT No. : 02/DNIeT/EE/DWS/BLN/2026-27 | ₹ 2,34,900.00 | ₹ 4,698.00 | | | |
| 3 | DNIT No. : 03/DNIeT/EE/DWS/BLN/2026-27 | ₹ 2,12,400.00 | ₹ 4,248.00 | | | |
| 4 | DNIT No. : 04/DNIeT/EE/DWS/BLN/2026-27 | ₹ 2,34,900.00 | ₹ 4,698.00 | | | |

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in
**For and on behalf of Governor of Tripura.**
**ICA/C-230/26**
**(Ex. B. Debbarma)**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Belonia,**
**South Tripura District, Tripura**

# কর্নাটক উপনির্বাচন: বাগলকোট ও দাভানাগেরে সাউথদুই আসনেই কংগ্রেসের জয়, ‘গ্যারান্টি প্রকল্প’-এর সাফল্যের দাবি (আইএএনএস)

বেঙ্গালুরু, ৪ মে (আইএএনএস): কর্নাটকের দুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় সাফল্য পেল কংগ্রেস। বাগলকোটে বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি দাভানাগেরে সাউথেও জয় ছিনিয়ে নিল শাসকদল।বাগলকোট আসনে কংগ্রেস প্রার্থী উমেশ মেটি ২২,৩৩২ ভোটে জয়লাভ করেছেন। তিনি মোট ৯৮,৯১৯ ভোট পান, যেখানে বিজেপি প্রার্থী ভীরন্না চরন্তিমঠ পান ৭৬,৫৮৭ ভোট। এই আসনে প্রাক্তন বিধায়ক এইচ.ওয়াই. মেটির মৃত্যুর পর উপনির্বাচন হয়েছিল এবং তাঁর ছেলে উমেশ মেটিকেই প্রার্থী করে কংগ্রেস।

অন্যদিকে দাভানাগেরে সাউথে কংগ্রেস প্রার্থী সমর্থ মল্লিকার্জুন ৫,৭০৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন। ২৪তম দফা গণনা শেষে তিনি ৬৯,৫৭৮ ভোট পান, যেখানে বিজেপির শ্রীনিবাস টি. দাসাকারিয়াপ্পা পান ৬৩,৮৭০ ভোট। এসডিপিআই প্রার্থী আফসার কোডলিপেট পান ১৮,৯৭৫ ভোট।

দাভানাগেরে সাউথে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শামানুর শিবশঙ্করাপ্পার মৃত্যুর পর এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নাতি সমর্থ মল্লিকার্জুনকে প্রার্থী করে কংগ্রেস।

এই দুই আসনের ফলাফল শাসক কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপিউভয় দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে দাভানাগেরে সাউথকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার-এর মর্যাদার লড়াই হিসেবে দেখা হচ্ছিল। জয়ের পর ডি.কে. শিবকুমার বলেন, “গ্যারান্টি প্রকল্পগুলি আমাদের পক্ষে কাজ করেছে। সরকার মানুষের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে বলেই এই সাফল্য।”

অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বি. ওয়াই. বিজয়েন্দ্র বলেন, বাগলকোটে পরাজয় তারা আশা করেননি। তবে এই ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের কৌশল নির্ধারণ করা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, “শুধুমাত্র এই উপনির্বাচনের ফল দেখে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। আমরা দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করব।”

উল্লেখ্য, দাভানাগেরে সাউথে প্রার্থী বাছাই নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কিছু মতবিরোধ তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত তা জয়ে প্রভাব ফেলেনি। দুই কেন্দ্রেই কংগ্রেস তাদের অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে।

# ২০২৭-এ পাঞ্জাবেও বাংলার মতো ফল হবে দাবি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখরের

চণ্ডীগড়, ৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঐতিহাসিক জয় এবং অসম ও পুদুচেরিতে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর পাঞ্জাবেও একই ধরনের ফল হবে বলে দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখর। তাঁর মতে, ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পাঞ্জাবেও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।

দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাখর বলেন, এই সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্ব, দলীয় সভাপতি নীতিন নবীন-এর দিকনির্দেশনা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সাংগঠনিক দক্ষতার ফল। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের সংগ্রামের প্রশংসা করে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের “অত্যাচার”-এর বিরুদ্ধে তারা দৃঢ়ভাবে লড়াই করেছে এবং “সবকা সাথ, সবকা বিকাশ” নীতিতে বিশ্বাসী সরকার গড়তে সাহায্য করেছে।

জাখর বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছিল দলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু শক্তিশালী নেতৃত্ব ও জনসমর্থনের ফলে সেই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। এই ফলাফল পাঞ্জাবের কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো পাঞ্জাবেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-কে কটাক্ষ করে জাখর বলেন, “দিল্লিতে এমএলএদের বাসে নিয়ে যাওয়ার সময় যেন সেই বাস বিজেপি দফতরের দিকে না ঘুরে যায়।”

তিনি আরও দাবি করেন, কংগ্রেস শুধু পাঞ্জাবেই নয়, গোটা দেশেই কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং পাঞ্জাবে শাসক আপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

জাখর বিজেপি কর্মীদের আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদির পাঞ্জাবের প্রতি বিশেষ নজর রয়েছে এবং দল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।তিনি আশাবাদী, আগামী দিনে পাঞ্জাবে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে এবং বিজেপি রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

# ভারতবিরোধী বক্তব্যে সুর চড়াচ্ছেন আসিম মুনির, ‘প্রক্সি যুদ্ধ’ ফের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ক্রমাগত ভারতবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেনযা আসলে জঙ্গি সংগঠনগুলিকে সক্রিয় করে তোলার কৌশল বলেই মনে করা হচ্ছে, এমনটাই উঠে এসেছে এক রিপোর্টে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মুনির পাকিস্তানে এই বয়ান তুলে ধরছেন যে তেহরিক-ই-তালিবান (টিটিপি) এবং বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-র হামলার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই সমস্যাগুলি মূলত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ফল।গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবা-র মতো জঙ্গি সংগঠনগুলিকে আরও সক্রিয় হতে উসকানি দেওয়া হচ্ছে।‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর থেকেই এই প্রচার আরও জোরদার হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই অভিযানের পর জঙ্গি সংগঠনগুলি বড় ধাক্কা খেয়েছিল এবং এখন পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে, যদিও সেই গতি প্রত্যাশার তুলনায় ধীর।সূত্রের দাবি, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এই সংগঠনগুলিকে অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে, তবে নেতৃত্বের মধ্যে এখনই বড় আকারে হামলা চালানোর আগ্রহ কম।বিশ্লেষকদের মতে, ‘অপারেশন সিঁদুর’ মুনিরের জন্য বড় ধাক্কা ছিল। অভিযানের আগে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, যা পরে বাস্তবে রূপ পায়নি। ফলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তাঁর নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।এই পরিস্থিতিতে ভারতে ‘প্রক্সি যুদ্ধ’ জারি রাখা মুনিরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলির ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য।তবে সীমান্তে কড়া নজরদারির কারণে অনুপ্রবেশের একাধিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে এই সংগঠনগুলির মনোবল বাড়াতে এবং উত্তেজনা তৈরি করতে ভারতকে দোষারোপ করার কৌশল নেওয়া হচ্ছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।একইসঙ্গে আফগানিস্তান ইস্যুতেও মুনিরের অবস্থান চাপে পড়েছে। আফগান তালিবানের সঙ্গে সংঘাত প্রত্যাশামতো ফল দেয়নি, বরং পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই সমালোচনা বেড়েছে। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি আবারও ভারতবিরোধী অবস্থান জোরদার করছেন বলে মনে করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রেক্ষাপটে জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে বড়সড় নাশকতার চেষ্টা হতে পারে, কারণ পাকিস্তানের তরফে চাপ বাড়ছে এবং জঙ্গি সংগঠনগুলিকে সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

# মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার: উদ্ধার ৪৭ কেজির বেশি হেরোইন

চণ্ডীগড়, ৪ মে: পাঞ্জাবের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী তারন তারণ জেলায় মাদকচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। গত তিন মাসে ‘গ্যাংস্টারান তে ভার’ অভিযানের আওতায় ৪৯০টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং ৬৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মোট ৪৭.৫২৭ কেজি হেরোইন।জেলার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এসএসপি) সুরেন্দ্র লাম্বা জানান, পাকিস্তান থেকে মাদক ও অস্ত্র পাচারের মাধ্যমে গ্যাংস্টার চক্রগুলি তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল। সেই নেটওয়ার্ককে ভাঙতেই লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান চালানো হচ্ছে।তিনি জানান, গত এক বছরে প্রায় ৬৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ফ্রিজ করা হয়েছে, যার বেশিরভাগই গত তিন মাসে। এই সম্পত্তিগুলি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মাদক পাচার ও গ্যাংস্টারদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।পুলিশের দাবি, প্রায় ১০২ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে ড্রোনের মাধ্যমে মাদক ও অস্ত্র পাচার হচ্ছে। ছোট ড্রোনে ০.৫ থেকে ১২ কেজি এবং বড় ড্রোনে একবারে ২৫ কেজি পর্যন্ত মাল বহন করা সম্ভব, যা ৫ থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ভারতের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।২০২৪ সালে এই জেলায় ৩১৩টি মামলা দায়ের হয়েছিল, যেখানে ৩৫৮ জন গ্রেফতার হয় এবং ১১৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। গত বছর ১,৩৩৪টি মামলায় ১,৬৬২ জন গ্রেফতার হয় এবং ২৪৪ কেজির বেশি হেরোইন উদ্ধার করা হয়।পুলিশের মতে, “ড্রোন-ড্রাগস-গান” চক্র বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চক্রের মাধ্যমে মাদক ও অস্ত্র সরবরাহ করে অপরাধচক্রগুলি তাদের আর্থিক শক্তি বাড়াচ্ছে এবং যুব সমাজকে টার্গেট করছে।

‘যুদ্ধ নেশিয়ান বিরুধ’ ও ‘গ্যাংস্টারান তে ভার’ অভিযানের আওতায় এখনও পর্যন্ত ১,৭৩৬টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং ২,২০০-র বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্প্রতি ‘অপারেশন প্রহার’-এ ছয় দিনের মধ্যে ২৩৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ জন ঘোষিত অপরাধীও রয়েছে।

এই অভিযানে ৩.৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে এবং ৫০টি বিশেষ পুলিশ দল মোতায়েন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

# ‘পরিবর্তনের পক্ষে ভোট, ভয়কে পরাজিত করেছে মানুষ’: বাংলায় এগিয়ে বিজেপি, দাবি গেরুয়া শিবিরের

নয়াদিল্লি, ৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক প্রবণতায় বিজেপির বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত মিলতেই গেরুয়া শিবিরের দাবি, রাজ্যের মানুষ “ভয়কে পরাজিত করে” পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রবণতা অনুযায়ী, দুপুর প্রায় ১টা পর্যন্ত বিজেপি ১৮৫টি আসনে এগিয়ে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ৯১টি আসনেযা দুই দলের মধ্যে বড় ব্যবধানের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রাথমিক ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, এক্সিট পোল এবং গণনার প্রবণতা একই দিক নির্দেশ করছে।

তিনি বলেন, “এক্সিট পোল এবং বর্তমান প্রবণতাদুটিই দেখাচ্ছে বাংলায় জাতীয়তাবাদের ঢেউ উঠেছে। এই প্রবণতাই খুব শিগগিরই ফলাফলে পরিণত হবে এবং তা সুনামির রূপ নেবে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, সমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, যা এক ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত।”

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র রোহন গুপ্তা-ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, “এই প্রবণতা আরও মজবুত হবে। এটা শুধু ঢেউ নয়, সুনামি। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কণ্ঠস্বর। প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, বাংলার মানুষ স্বাধীনতার লড়াই লড়ছেনআজ সেই লড়াইয়ে মানুষের জয় হয়েছে।”

তিনি আরও দাবি করেন, “এটা মানুষের জয়। বিশেষ করে বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা ভয়কে পরাজিত করে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দীর্ঘদিন মানুষ ভয়ের মধ্যে ছিলেন, এবার তারা পরিবর্তন চেয়েছেন।”

অন্যদিকে বিজেপি মুখপাত্র রাজীব জৈতলি বলেন, এই প্রবণতা রাজ্যে বড় রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

“বাংলার মানুষের ‘বনবাস’ শেষ হতে চলেছে। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে আর চাইছিল না। বিজেপি নিজেদের শক্তিতেই এখন বাংলায় এগিয়ে,” বলেন তিনি।

## গণনার দিনে কলকাতায় বিজয় উৎসবে নিষেধাজ্ঞা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের

কলকাতা, ৪ মে: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের গণনার দিনে শহরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ। সোমবার কোনও ধরনের বিজয় মিছিল, সমাবেশ বা প্রকাশ্য উদযাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সম্ভাব্য উত্তেজনা এড়াতেই এই পদক্ষেপ। এই নির্দেশ সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্যকোনও দল বা গোষ্ঠীর জন্য আলাদা ছাড় নেই।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “৪ মে ২০২৬, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের গণনা প্রক্রিয়া সারাদিন চলবে। জনশৃঙ্খলা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এদিন কোনও বিজয় মিছিল, র‍্যালি বা প্রকাশ্য উদযাপন করা যাবে না।”

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ৫ মে বা তার পর থেকে বিজয় মিছিল করতে হলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসি-র কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। অনুমতি মিললেও নির্ধারিত নিয়ম ও শর্ত মেনে চলতে হবে। নির্দেশ অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে পুলিশ।কলকাতা পুলিশের অধীন সমস্ত থানার ওসি-দের এই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ১৯৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ৯৫টি আসনে। এখনও ভোটগণনা চলছে এবং চূড়ান্ত ফলাফল সন্ধ্যার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# গন্ডাছড়ায় উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত হলো ওয়াইটিএফ-এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৪ মে: বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা সদর এবং বিভিন্ন এলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো তিপ্রামোথা দলের অঙ্গ সংগঠন ওয়াইটিএফ-এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস।

দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলত তিপ্রামোথা দলের অঙ্গ সংগঠন ওয়াইটিএফ-এর পক্ষ থেকে গন্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই মহকুমার দলীয় কার্যালয়, হরিপুর মোটরস্ট্যান্ড, রাইমাসাইমা টাউন হল সহ বিভিন্ন এডিসি ভিলেজে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

সকালে মহকুমার দলীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এদিন সংগঠনের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও যুব সমাজকে সংগঠিত করার বিষয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা, নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

নেতৃত্বরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, ওয়াইটিএফ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল যুব সমাজকে সংগঠিত করে সমাজ ও এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আনা। আগামী দিনেও সংগঠন যুবকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যাবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সব মিলিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ওয়াইটিএফ-এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়।

## অসমে ‘ঐতিহাসিক’ জনাদেশ, বিজেপির শাসনের প্রতি আস্থার প্রতিফলন: সর্বানন্দ সোনোয়াল (আইএএনএস)

গুয়াহাটি, ৪ মে (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের পারফরম্যান্সকে ‘ঐতিহাসিক জয়’ বলে অভিহিত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তাঁর মতে, এই ফলাফল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র নেতৃত্বে উন্নয়নমুখী শাসন ও ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন।

ভোটগণনার মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সোনোয়াল বলেন, “এই বিপুল জনাদেশ শুরু থেকেই মানুষের শক্তিশালী ও ইতিবাচক সমর্থনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগোচ্ছি, যা নেতৃত্বের প্রতি মানুষের গভীর আস্থা প্রমাণ করে।”

তিনি জানান, এনডিএ সরকারের আমলে অসমে উন্নয়নের এক শক্তিশালী পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যার ফলে সামাজিক ন্যায় ও আর্থিক ক্ষমতায়নের সুযোগ বেড়েছে। “মানুষ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সোনালি সুযোগ পেয়েছে,” বলেন তিনি।

সোনোয়ালের দাবি, সুশাসনের ফলে রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অনেকটাই বেড়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্তোষ সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, মানুষ বিজেপিকে একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখছে, যা তাদের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কল্যাণমূলক প্রকল্প ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই ইতিবাচক জনাদেশ এসেছে। এই ফলাফল স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার পক্ষেই মানুষের স্পষ্ট মতামত তুলে ধরে।

সোনোয়াল আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এনডিএ আগামীতেও একই গতিতে কাজ চালিয়ে যাবে এবং উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেবে, যার মাধ্যমে অসমের অগ্রগতির পথ আরও মজবুত হবে।

## তামিলনাড়ুর ভোটারদের ধন্যবাদ, টিভিকে-কে অভিনন্দন; উন্নয়নে কেন্দ্রের সহায়তার আশ্বাস মোদির

চেন্নাই, ৪ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-কে সমর্থন করার জন্য রাজ্যের ভোটারদের ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি অভিনেতা-রাজনীতিক সি. জোসেফ বিজয় এবং তাঁর দল তামিলাগা ভেত্তি কাজগম (টিভিকে)-এর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, “তামিলনাড়ুর ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যারা এনডিএ-কে সমর্থন করেছেন। মানুষের সমস্যা সমাধান ও জীবনমান উন্নয়নে আমরা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নেব।”

তামিলনাড়ুর নির্বাচনে টিভিকে-র উত্থানকে গুরুত্ব দিয়ে মোদি বলেন, “টিভিকে-র এই উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন।” দীর্ঘদিন ধরে দ্রাবিড় দলগুলির প্রভাব থাকা রাজ্যে এই পরিবর্তনকে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে ইঙ্গিত দেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্র সরকার তামিলনাড়ুর উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পে আরও জোর দেওয়া হবে।

তিনি আশ্বাস দেন, “তামিলনাড়ুর অগ্রগতি ও মানুষের কল্যাণে কেন্দ্র কোনও খামতি রাখবে না।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বার্তা থেকে স্পষ্ট, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও তামিলনাড়ুর সঙ্গে কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চায় এনডিএ।

### অসমে ‘ঐতিহাসিক’ জনাদেশ, উন্নয়ন ও পরিচয়ের পক্ষে মানুষের রায়: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (আইএএনএস)

গুয়াহাটি, ৪ মে (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের জয়কে ‘ঐতিহাসিক জনাদেশ’ বলে অভিহিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে টানা তৃতীয়বার সরকার গঠনের জন্য জনগণ আশীর্বাদ দিয়েছে।

বিজেপির ব্যাপক জয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শর্মা বলেন, “অসমের মানুষ আবারও আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। এই জনাদেশ উন্নয়ন, সুশাসন এবং রাজ্যের স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষার পক্ষে।”

তিনি জানান, শাসনব্যবস্থা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকাও উল্লেখ করে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের মূল ধারায় আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়েছে, যার ফলে বিনিয়োগ, সংযোগ এবং উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, এই উন্নয়নের বার্তা বিশেষভাবে যুবসমাজের মধ্যে সাড়া ফেলেছে, যারা স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ ও উন্নত সুযোগের প্রত্যাশী।

শর্মা দাবি করেন, বিজেপি এককভাবেই এবার স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, যা ভোটারদের মধ্যে দলের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়ার প্রমাণ।

বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, মানুষ বিভাজনের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে কাজের ভিত্তিতে শাসনকে সমর্থন করেছে। এই ফলাফল শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার প্রতি মানুষের আগ্রহকেও তুলে ধরে।

## বিজেপির দারুণ সাফল্য

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস বড় ধাক্কা খেয়েছে। পাশাপাশি কেরালায় বামফ্রন্টের পরাজয়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করেন, দীর্ঘ ছয় দশক পর ভারতে আর কোনও রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার নেই।

দক্ষিণ ভারত নিয়েও মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, তামিলনাড়ুতেও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-এর প্রশংসা করে তিনি জানান, তার নীতির ফলেই বিজেপি সেখানে সাফল্য পেয়েছে।

# মোহালির খুনের মামলায় ত্রিপুরা থেকে এক শুটার আটক, পাঞ্জাব পুলিশের অভিযানে সহযোগিতা ত্রিপুরা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: পাঞ্জাবের মোহালি শহরে সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকর খুনের মামলায় ত্রিপুরা থেকে এক অভিযুক্ত শুটারকে আটক করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছে ত্রিপুরা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি শহরে তিনজন শুটার মিলে রানা বালা চরিয়া নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পাঞ্জাব পুলিশ।

তদন্তের অগ্রগতিতে ইতিমধ্যেই ওই মামলায় জড়িত তিনজন শুটারের মধ্যে দু’জনকে অন্য রাজ্য থেকে আটক করা হয়। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তৃতীয় অভিযুক্ত আদিত্য কাপুর -এর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয় পাঞ্জাব পুলিশ। পরবর্তীতে ত্রিপুরা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযুক্ত আদিত্য কাপুর ওরফে মাখনকে ত্রিপুরা থেকে আটক করা হয়। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তঃরাজ্য অপরাধ দমনে ত্রিপুরা ও পাঞ্জাব পুলিশের সমন্বিত ভূমিকার প্রশংসা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে খুনের ঘটনার পেছনের আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।

## দ্রাবিড় রাজনীতিতে

● প্রথম পাতার পর

ডিএমকে-এআইএডিএমকে দ্বৈত রাজনীতির বাইরে এসে নতুন সমীকরণ তৈরি করছে তামিলনাড়ু। টিভিকে-র উত্থান রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

সব মিলিয়ে, দক্ষিণ ভারতের এই নির্বাচনী ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

## অসমে টানা তৃতীয়বার

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন ইস্যু, সংগঠনের শক্তি এবং বিরোধীদের বিভক্ত অবস্থানএই সব মিলিয়ে এনডিএর এই টানা জয় সম্ভব হয়েছে।

ফলাফল ঘোষণার পর গুয়াহাটি ও অন্যান্য শহরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এনডিএ নেতৃত্ব এই জয়কে “জনগণের আস্থা ও উন্নয়নের প্রতি সমর্থন” হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

## আমার কুন্ডলীতে হার নেই

● প্রথম পাতার পর

জনগণের জয়। তাঁর কথায়, আমার কুন্ডলীতে হার নেই। বাংলায় এসেছি বিজেপির সরকার গড়তেই।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক জয়ের জন্য রাজ্যের সকল সচেতন ও সম্মানিত জনগণ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক নিবেদিতপ্রাণ কার্যকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই জয়ের জন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কৌশলগত দক্ষতা এবং বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীনের শক্তিশালী সাংগঠনিক মার্গদর্শনের ফল বলেই অভিহিত করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভয়, তোষণ এবং অব্যবস্থার রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়ন, সুশাসন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। এই জনমত, প্রমাণ করে যে জনগণ একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও উন্নয়নমুখী সরকারের পক্ষে তাদের সুস্পষ্ট সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, যা রাজ্যকে সমৃদ্ধির এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

## ধর্মনগরে উপনির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। মোট ১৪টি টেবিলে ইভিএম এবং একটি টেবিলে পোস্টাল ব্যালট গণনা সম্পন্ন হয়।

এই উপনির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বিজেপির জহর চক্রবর্তী, কংগ্রেসের চয়ন ভট্টাচার্য এবং সিপিআই(এম)-এর অমিতাভ দত্ত -র মধ্যে। প্রথম রাউন্ড থেকেই বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে থাকতে শুরু করেন এবং প্রতিটি রাউন্ডে তাঁর ব্যবধান বাড়তে থাকে। পোস্টাল ব্যালটেও বিজেপি এগিয়ে ছিল।

শেষ পর্যন্ত জহর চক্রবর্তী মোট ২৪,২৯১ ভোট পেয়ে জয়ী হন। সিপিআই(এম) প্রার্থী পান ৬,০০১ ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী পান ৫, ৯৩৬ ভোট। অন্যান্য প্রার্থীরা সীমিত সংখ্যক ভোট পান।

ফলাফল ঘোষণার পর জহর চক্রবর্তী বলেন, “এই জয় ধর্মনগরের সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ। এলাকার উন্নয়নই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য।” পাশাপাশি তিনি ধর্মনগরের সর্বস্তরের ভোটারদের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি এই জয়কে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক নীতির প্রতি মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন বলেও উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, ধর্মনগর উপনির্বাচনের পাশাপাশি অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং পন্ডিচেরি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরাজুড়ে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা আবির খেলা, মিষ্টিমুখ এবং বিজয় মিছিলের মাধ্যমে আনন্দ উদযাপন করেন। ধর্মনগরে গণনা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল বিজয় মিছিল বের করা হয়। সব মিলিয়ে উপনির্বাচনের ফলাফলকে ঘিরে বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাসের আবহ লক্ষ্য করা গেছে।

## পুদুচেরিতে এনডিএর

● প্রথম পাতার পর

মোট ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছে। এর মধ্যে অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস (এআইএনআরসি) পেয়েছে ১২টি আসন, বিজেপি ৪টি, এআইএডিএমকে ১টি এবং এলজেকেও ১টি আসনে জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোট মোট ৬টি আসন পেয়েছে, যার মধ্যে ডিএমকে ৫টি এবং কংগ্রেস ১টি।

এছাড়া নির্দল প্রার্থীরা ৩টি আসনে জয়ী হয়েছেন। অভিনেতা বিজয়ের নেতৃত্বাধীন নতুন দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে) ২টি আসন জিতেছে এবং তাদের শরিক এনএমকে পেয়েছে ১টি আসন। এই নতুন শক্তির উপস্থিতি বহু কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধানকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটগণনা শুরু হয় সোমবার সকাল ৮টা থেকে। এবারের নির্বাচনে ৯১.২৩ শতাংশ ভোট পড়ে, যা এক ঐতিহাসিক রেকর্ড।

মুখ্যমন্ত্রী এন. রঙ্গাসামি থাট্টাঞ্চাভাডি কেন্দ্রে ৪,৪৪১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি মাঙ্গালাম কেন্দ্র থেকেও জয় লাভ করেছেন। তাঁর এই জয় ২০২১ সালের তুলনায় আরও বড় ব্যবধানের। রাজনৈতিক মহলের মতে, রঙ্গাসামির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, স্থিতিশীল প্রশাসন এবং উন্নয়নমূলক কাজের উপর ভর করেই এনডিএ এই জয় অর্জন করেছে।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পুদুচেরিতে বিজেপির সাফল্যের জেরে শিমলায় দলীয় কার্যালয়ে উদযাপন শুরু হয়েছে। দলীয় নেতারা এই ফলাফলকে “উন্নয়ন ও সুশাসনের জয়” বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সব মিলিয়ে, পুদুচেরিতে এনডিএর পুনরাগমন শুধু স্থানীয় রাজনীতিতেই নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

# কেরলে ইউডিএফের দুর্দান্ত জয়

● প্রথম পাতার পর

ভি. আরলেকরের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। রাজ্যপাল তাঁকে নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে চমক দেখা গেছে। ধর্মদম কেন্দ্রে পিনারাই বিজয়ন কংগ্রেস প্রার্থী ভি. পি. আবদুল রশিদকে ১৯ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা রাজীব চন্দ্রশেখর নিমন কেন্দ্রে সিপিআইএমের ভি. শিবনকুট্টিকে ৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন।

কঞ্জিরাপল্লি কেন্দ্রে কংগ্রেসের রনি কে বেবি কেরল কংগ্রেস (এম)-এর ড. এন. জয়ারাজকে ৫ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন। পালাক্কাড়ে কংগ্রেস প্রার্থী রমেশ পিশারোডি বিজেপির শোভা সুরেন্দ্রনকে ১৩ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন।

পেরাভুর কেন্দ্রে কেপিসিসি সভাপতি সানি জোসেফ প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে. কে. শৈলজাকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন। ত্রিশূরে কংগ্রেসের রাজন জে. পল্লন সিপিআইএম ও বিজেপি প্রার্থীদের হারিয়ে জয়ী হন। পুথুপল্লিতে চাঁডি ওমন এবং হরিপাদে রমেশ চেন্নিথলা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয় পান।

মঞ্জেশ্বর কেন্দ্রে আইইউএমএলের এ. কে. এম. আশরফ বিজেপির কে. সুরেন্দ্রনকে ২৯ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন। অম্বলাপ্পুঝায় প্রাক্তন এলডিএফ মন্ত্রী জি. সুধাকরন, যিনি ইউডিএফ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন, তিনিও বড় ব্যবধানে জয়ী হন।

এই ফলাফল কেরলে এলডিএফের টানা দশ বছরের শাসনের অবসান ঘটাল। ২০১৬ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা পিনারাই বিজয়নের শাসনামলের এখানেই ইতি ঘটল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি, শাসন নিয়ে অসন্তোষ এবং সংগঠনের ভিতরে দূরত্বএই সবকিছু মিলিয়ে এলডিএফের এই পরাজয় হয়েছে। অন্যদিকে, ইউডিএফের এই জয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এখন নজর ইউডিএফের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা গঠনের দিকে, যেখানে একাধিক শক্তিশালী নেতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

## এডিসি চেয়ারম্যান ভবরঞ্জন

● প্রথম পাতার পর

মেম্বার (ইএম) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা ও বিশ্বজিত কলই। তাঁরা নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সিইএম-কে শুভেচ্ছা জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন নেতৃত্ব পূর্ববর্তী টিটিএএডিসি বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আদিবাসী এলাকার সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, চেয়ারম্যান ও চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার পদের আনুষ্ঠানিক নির্বাচন আগামী ৫ মে মঙ্গলবার খুমুলুঙস্থিত টিটিএএডিসি কাউন্সিল ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ৬ মে খুমুলুঙের নুয়াই অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে, আগামী ৫ ও ৬ মে খুমুলুঙে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর চেয়ারম্যান ও মুখ্য নির্বাহী সদস্য (সিইএম) নির্বাচন এবং নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

টিটিএএডিসির অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুবল দেববর্মা এক বিজ্ঞপ্তিতে জারি করে জানিয়েছেন, ৫ মে সকাল ১১টায় খুমুলুঙস্থিত পরিষদীয় ভবনে নবনির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান ও মুখ্য নির্বাহী সদস্য নির্বাচন করা হবে। ওইদিন সকল নবনির্বাচিত সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পরদিন ৬ মে সকাল ১১টায় খুমুলুঙের নুটাই অডিটোরিয়ামে নবনির্বাচিত মুখ্য নির্বাহী সদস্য সহ অন্যান্য কার্যনির্বাহী সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

## বাংলার মাটিতে নতুন

● প্রথম পাতার পর

এই আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে রয়েছে এবং এখন ব্রহ্মপুত্র থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত সেই আশীর্বাদের বিস্তার ঘটেছে।

অসমে টানা তৃতীয়বার জয় এবং পুদুচেরিতে এনডিএ-র প্রত্যাবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। একইসঙ্গে বলেন, “পুদুচেরির যুবসমাজের উন্নয়ন ও প্রতিটি পরিবারের সমৃদ্ধি আমাদের অঙ্গীকার।”

বিজেপির সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, “সুশাসন ও প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতীক হয়ে উঠেছে বিজেপি। এই কারণেই ২০টি রাজ্যে দল ক্ষমতায়।”

তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকেও প্রশংসা করে বলেন, “এই নির্বাচনে একটি প্রাণহানিও ঘটেনি। বন্দুকের আওয়াজ নয়, মানুষের কণ্ঠস্বরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলায়।”

শেষে তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে হিংসা ছেড়ে উন্নয়নের রাজনীতিতে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তাঁর বার্তা, “বদলার রাজনীতি নয়, পরিবর্তনের রাজনীতিই হোক লক্ষ্য।”

## ভয়মুক্তির সূচনা মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্বাধীনতা পেয়েছে। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল এবং ভয়-আতঙ্কের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে।” প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় মিছিলে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

আজ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, পুদুচেরি এবং ত্রিপুরার ধর্মনগর উপনির্বাচনেও বিজেপির সাফল্যকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই বিজেপির কর্মীরা আনন্দ উৎসাহে মেতে উঠেছেন। এদিন প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে এক বিজয় মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বগণ।

এদিন বিজয় মিছিল থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ দলের সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এই জয় সম্ভব হয়েছে।

মানিক সাহা বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে নিরলসভাবে কাজ করেছেন, পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ও কর্মীরা যেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছেছেন, তার ফলেই এই ঐতিহাসিক জয় এসেছে।”

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, পুদুচেরি এবং ত্রিপুরার ধর্মনগর উপনির্বাচনেও বিজেপির সাফল্য দলকে আরও শক্তিশালী করেছে। পাশাপাশি কেরলেও বিজেপির অগ্রগতির বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনামলে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে “গুন্ডারাজ, দুর্নীতি ও অপশাসন” চলেছে। তাঁর বক্তব্য, মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা, সুশাসন ও উন্নয়ন চায়।

তিনি বলেন, “ভয় দেখিয়ে কিংবা দুর্নীতির মাধ্যমে কোনও রাজ্য চালানো যায় না। দেশের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের জন্য এই জনাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে “ঐতিহাসিক পরিবর্তনের” জন্য অভিনন্দন জানান। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে প্রচারে অংশ নেওয়া ত্রিপুরার বিজেপি কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

আগরতলায় এদিন বিজেপির বিজয় মিছিলে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আবির খেলা, মিষ্টিমুখ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে জয়ের আনন্দ উদযাপন করেন।

অঙ্গন

# বিটু জমাতিয়ার নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে ত্রিপুরার অনূর্ধ-২০ ফুটবল দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসতে চলেছে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে। আর এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের জন্য ১৮ সদস্যের শক্তিশালী রাজ্য দল ঘোষণা করল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, এই দলের নির্বাচনের জন্য আয়োজিত বাছাই শিবিরে মোট ৩১ জন ফুটবলার অংশগ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ২২ জনকে বেছে নেওয়া হয় এবং কঠোর অনুশীলনের পর চূড়ান্ত তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন সেরা ১৮ জন ফুটবলার। এবারের রাজ্য দলের অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ বিটু জমাতিয়ার কাঁধে এবং গোলরক্ষক হিসেবে দলে রয়েছেন সৌরভ ত্রিপুরা ও জর্জ হালাম। রক্ষণভাগ সামলানোর দায়িত্বে থাকছেন ব্রিলিয়ান্ট রিয়াং, খাসওরাং জমাতিয়া এবং আসলাং কুমার রিয়াং। সাইড ব্যাক হিসেবে দলের শক্তি বাড়াবেন আকাশ ত্রিপুরা ও বিশাল দেববর্মা এবং বয়ার দেববর্মা। মাঝমাঠে খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকছেন জিসায়া দেববর্মা, কিষাণ দেববর্মা, অনিশ ত্রিপুরা, জেমস দেববর্মা এবং আরমা জমাতিয়া। বিপক্ষ শিবিরে গোল করার মূল লক্ষ্য নিয়ে ফরওয়ার্ড লাইনে খেলবেন পুসরাই দেববর্মা, জ্যানসন দেববর্মা, সুখদয়াল জমাতিয়া এবং বালাল রিল হালাম। দলের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সুশান্ত দেববর্মা এবং দলের ম্যানেজারেরর দায়িত্বে থাকছেন অর্ণব দেববর্মা। দলের ফুটবলারদের চোট-আঘাত ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে দলের সাথে ছত্তিশগড় যাচ্ছেন ফিজিও সায়নদীপ দে। জাতীয় স্তরে রাজ্যের গৌরব বাড়াতে এই তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত বলে আশাবাদী ফুটবল মহল।

# নর্থ-ইস্ট লিটল মাস্টার্স ক্রিকেটের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিপুরা খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। খেলা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। ৪০ ওভারের ম্যাচ, শুরু হবে সকাল ৯ টায়। তবে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে অনুকূল পরিস্থিতি তথা আবহাওয়ার উপর। খেলা দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত নর্থইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফি অনূর্ধ ১৪ বালকদের। ইতোমধ্যে লীগ পর্যায়ের খেলা কোনওভাবে শেষ হয়েছে। একই সময়ে অপর সেমিফাইনালে মনিপুর খেলবে আসামের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচটি হবে টিআইটি গ্রাউন্ডে। উল্লেখ্য, লীগ পর্যায়ের খেলার অন্তিম দিনে রবিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে আসাম ২৫০ রানের বিশাল ব্যবধানে মিজোরামকে পরাজিত করেছে। পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে শুরুতেই ম্যাচের পরিধি কমিয়ে ৩৫ ওভার করা হয়েছিল। আসাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩১৯ রান সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টিতে পুনরায় ম্যাচ থেমে যায় এবং আবার পরিস্থিতি ভালো হলে খেলা শুরু হয় এবং ম্যাচের পরিসর কমিয়ে ২৯ ওভারে ২৮৮ রানের টার্গেট ধার্য করা হয়। জবাবে মিজোরাম ২১ ওভার ৩ বল খেলে ৩৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এদিকে, টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় মনিপুর ৯ উইকেটের ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করেছিল। সিকিম প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩০ ওভার ৫ বল খেলে ৮৫ রানে ইনিংস শেষ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মনিপুর ৫ ওভার ১ বল খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

# বিশ্বকাপে খেলতে পারবে আফগানিস্তানের মহিলা উদ্বাস্তু ফুটবল দল, সিদ্ধান্ত ফিফার

বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। এ বার থেকে ফিফা আয়োজিত প্রতিযোগিতা, যেমন বিশ্বকাপে খেলতে পারবে আফগানিস্তানের মহিলা উদ্বাস্তু ফুটবল দল। 'আফগান উইমেন ইউনাইটেড' নামে আপাতত খেলে তারা। এ বার আফগানিস্তান নাম নিয়েই খেলতে পারবে তারা।২০১৮ সালে শেষ বার কোনও প্রতিযোগিতায় নেমেছিল আফগানিস্তানের মহিলা ফুটবল দল। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতা দখলের পর ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেই ফুটবল দল। তার পর থেকে দেশের বাইরে মহিলা ফুটবলারেরা। বেশির ভাগই থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। সে দেশের বিভিন্ন ক্লাবে খেলেন তাঁরা।সে দেশে বসেই আফগান মহিলা ফুটবলার নাজিয়া আলি বলেন, "গত কয়েক বছরে আমরা বিভিন্ন নামে ফুটবল খেলেছি। কখনও উদ্বাস্তুদের দল। কখনও আফগানি উইমেন ইউনাইটেড। আবার কখনও অন্য ক্লাবে। কিন্তু মনেপ্রাণে আমরা এখনও আফগানিস্তানের মহিলা ফুটবলার। অবশেষে আবার দেশের পতাকা গায়ে নিতে পারব। এর থেকে আনন্দের আর কিছু নেই।"মঙ্গলবার ভ্যাঙ্কুভারে ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংবাদসংস্থা এপি একটি রিপোর্টে বলেছে, পরের বছর ব্রাজিলে মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ এখন আর নেই। কিন্তু ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে খেলার সুযোগ রয়েছে তাদের।ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো একটি বিবৃতিতে বলেন, "আফগান উইমেন ইউনাইটেড নাম নিয়ে আফগানিস্তানের মহিলা ফুটবলারেরা যে সুন্দর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাকে আরও একটু মসৃণ করার চেষ্টা করেছি। তারা এ বার থেকে দেশের হয়েই ফিফা প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে।" গত বছর মে মাসে আফগান উইমেন ইউনাইটেড তৈরি করেছিল ফিফা কাউন্সিল। অক্টোবর মাসে তারা মরক্কোয় লিবিয়া ও তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছিল।দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার পর অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন আফগানিস্তানের ৮০ জন ফুটবলার। কয়েক দিন আগেই সেই ফুটবলারদের নিয়ে দু'টি শিবির করা হয়েছিল। একটি ইংল্যান্ড ও অপরটি অস্ট্রেলিয়ায়।আফগানিস্তানের প্রাক্তন মহিলা ফুটবল অধিনায়ক খালিদা পোপাল একটি বিবৃতিতে বলেন, "পাঁচ বছর ধরে আমাদের বলা হচ্ছিল, আমরা আফগানিস্তানের হয়ে আর কোনও দিন খেলতে পারব না। কারণ, আমাদের দেশের পুরুষেরা অনুমতি দেবে না। কিন্তু ফিফা দেখিয়ে দিয়েছে, সদিচ্ছা থাকলে সব সম্ভব। আমরা এত দিন ধরে যতটা কষ্ট করে ফুটবল খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছি, এত দিনে তার জয় হল।"

# বৈভব মোটেই পেশাদার নয় ! রাজস্থানের ব্যাটারকে নিয়ে বলে দিলেন বেঙ্গালুরুর জিতেশ

বৈভব সূর্যবংশীর পাশে দাঁড়িয়ে সমালোচকদের বিরুদ্ধে সরব রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর উইকেটরক্ষক ব্যাটার জিতেশ শর্মা। রাজস্থান রয়্যালসের ১৫ বছরের ব্যাটারকে অপেশাদার বললেও দোষারোপ করেননি। বরং প্রশংসাই করেছেন জিতেশ।আরসিবির পডকাস্টে এবি ডিভিলিয়ার্সকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন জিতেশ। সেখানেই বৈভবকে নিয়ে কথা বলেছেন বিরাট কোহলির সতীর্থ। জিতেশ বলেছেন, 'বৈভব আমার খুব ভাল বন্ধু। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ। আমি ওকে যা খুশি বলতে পারি।" ডিভিসিয়ার্স প্রশ্ন করেন, "তোমার মতে কোন তরুণ ক্রিকেটার ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে খেলতে পারে বা তারকা হয়ে উঠতে পারে?" জিতেশ পরে আর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে বৈভবের নাম এসেছে। টেকনিক, মানসিকতা এবং কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্যই বৈভবকে বেছে নিয়েছি। আমার তো মনে হয় বৈভব তিন ধরনের ক্রিকেটেই দাপট দেখাবে। মাঠে ওকে এই বয়সেই দারুণ পেশাদার মনে হয়। কিন্তু আসলে তা নয়।"নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বৈভবের বয়স এবং সেই অনুযায়ী স্বাভাবিক আচরণের কথা বলেছেন। আরসিবির উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের বক্তব্য, 'বৈভব ১৫ বছরের বাচ্চা। আইসক্রিম খেতে খুব ভালবাসে। আমার ঘরে আসত। প্রায়ই আইসক্রিম খেত। আমি অবশ্য খেতাম না। একটা বাচ্চা তো আইসক্রিম খেতে চাইবেই। এতে অস্বাভাবিক আছে? বৈভব আমাদের বাড়িতেও আসে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে। ইউটিউবে ভিডিয়ো দেখে। বৈভব আমার ছোট ভাইয়ের মতো।"বৈভবকে নিয়ে এখন থেকেই সমাজমাধ্যমে যে সব সমালোচনা শুরু হয়েছে, তা পছন্দ নয় জিতেশের। বেশ বিরক্তই তিনি। এ নিয়ে জিতেশ বলেছেন, "যে যা পারে বলুক। আমি এগুলো পাত্তাও দিই না। অনেকেই মনে করেন, বৈভবের আরও পেশাদার হওয়া উচিত। কারণ এই বয়সেই ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করছে। মাথায় রাখা উচিত ওর বয়স মাত্র ১৫। খুবই বাচ্চা ছেলে। বাচ্চাদের বাচ্চার মতোই থাকতে দেওয়া উচিত। আমার সঙ্গে থাকলে যা খুশি করে। কোন ভাবেই আমি ওকে বিচার করতে রাজি নই। আমিই তো বৈভবকে বলি, তোর বয়স এখন ১৫। টেলিভিশন দেখবি। যা খুশি খাবি। তবে ব্যাটিং নিয়ে সব সময় যত্নশীল থাকবি। খুশি মনে থাকবি।"জিতেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, ১৫ বছরের একটা ছেলের কাছ থেকে পেশাদারিত্ব আশা করাই ভুল। ভাল খেলছে বলে, কৈশোর নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না। বৈভবকে নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত।আইপিএলের মাঝেই বিক্রি হয়ে গেল রাজস্থান রয়্যালস। প্রথম বার আইপিএলজয়ী দলের মালিকানা কিনে নিলেন অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তল। রবিবার চুক্তির কথা সরকারি ভাবে ঘোষণা করেছেন মিত্তল।

রাজস্থানের মালিকানা মিত্তল পরিবার একক ভাবে কেনেনি। একটি কনসার্টিয়াম তৈরি করে আইপিএলের দলটির মালিকানা নিয়েছে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী। সিংহভাগ অংশীদারিত্ব অবশ্য নিজেদের হাতে রেখেছে তারা।

রাজস্থানের নতুন অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন সেরাম ইন্সস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কর্ণধার আদার পুনাওয়ালা এবং প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশীদার মনোজ বাদালে। ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৫,৬৬০ কোটি টাকায় রাজস্থানের মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে। রাজস্থান কেনার দৌড়ে ছিল আমেরিকার ব্যবসায়ী কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসার্টিয়ামও। ওই কনসার্টিয়ামে ছিলেন ওয়ালমার্টের কর্ণধার রব ওয়ালটন এবং ফোর্ড গোষ্ঠীর কর্ণধার হ্যাম্প পরিবার। স্বাভাবিক ভাবেই মিত্তলের ঘোষণা কিছুটা হলেও বিস্ময় তৈরি করেছে ক্রিকেটমহলে।

রাজস্থানের নতুন মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৭৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকছে মিত্তলের। পুনাওয়ালার অংশীদারিত্বের পরিমাণ ১৮ শতাংশ। বাকি ৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব বাদালে-সহ কয়েক জনের। এত দিন পর্যন্ত বাদালের হাতেই দলের সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্ব ছিল। রাজস্থানের নতুন মালিক গোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "মনোজ বাদালে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গেই থাকছেন। দলের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত থাকবে। প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠী এবং বর্তমান মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুর কাজ করবেন তিনি। আইপিএল নিয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দলকে উপকৃত করবে।"

আইপিএল ছাড়াও রাজস্থানের দল রয়েছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এবং এসএ টি২০-তে। বার্বাডোজ রয়্যালস এবং পার্ল রয়্যালসের মালিকানাও থাকবে মিত্তল নেতৃত্বাধীন কনসার্টিয়ামের হাতে। মিত্তল গোষ্ঠীর পক্ষে ক্রিকেটদলগুলির দেখভাল করবেন আদিত্য মিত্তল এবং ভানিশা মিত্তল ভাটিয়া। মিত্তল বলেছেন, "আমার পরিবার রাজস্থানের। তাই রাজস্থান রয়্যালস ছাড়া আইপিএলের অন্য কোনও দলের অংশ হতে চাইনি। স্কুলে পড়ার সময় প্রথম ক্রিকেট খেলি। তখন থেকেই আমি ক্রিকেটের ভক্ত। অনেক বড় বড় খেলোয়াড় রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি পরেছেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের কয়েক জন কিংবদন্তিও রয়েছেন। তাঁরা এখনও তরুণদের অনুপ্রেরণা। দুর্দান্ত এই দলটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। সমর্থকদের সঙ্গে মিলেমিশে ভবিষ্যতের সাফল্য উপভোগ করতে চাই।"

**AFFIDAVIT**

Sima choudhary Laskar , W/O : Late. Pankaj Kumar Laskar, resident of sreenagar Milan chakra Road no.3, Badharghat do hereby declare that I have changed my name from Sima choudhary Laskar to Sima Chowdhury Laskar and henceforth I shall be known as Sima Chowdhury Laskar in all purpose, vide affidavit no : 1042/APR/2026 sworn before that Notary public at Agartala,on 27th April,2026.Sima Chowdhury Laskar and Sima choudhary Laskar both are same and one identical person.

## রেফারিদের স্টেট লেভেল ফিটনেস পরীক্ষা ১০ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্যে রেফারিদের দক্ষতা ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে আগামী ১০ মে আয়োজিত হতে চলেছে স্টেট লেভেল ফিটনেস টেস্ট। ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ওই দিন বিকেল ঠিক ৩টে নাগাদ আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই বিশেষ ফিটনেস টেস্টে রাজ্যের সমস্ত নথিভুক্ত সিনিয়র রেফারিদের পাশাপাশি লেভেল-৬, লেভেল-৭ ও লেভেল-৮ পর্যায়ের রেফারিরাও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে মাঠে নামবেন। শুধু অভিজ্ঞরাই নন, যারা নতুন করে রেফারি পেশায় আসতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে বলে অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানানো হয়েছে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে ওই দিন দুপুর ২টোর মধ্যে মাঠে উপস্থিত হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের হেড অফ রেফারিজ বিশ্বজিৎ সাহার নিকট রিপোর্ট করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফুটবল মরশুমের আগে রেফারিদের মানোন্নয়ন এবং শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

## লিভারপুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত ম্যান ইউয়ের

প্রিয় দলের ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন। তার আগে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হল অ্যালেক্স ফার্গুসনকে। রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম লিভারপুলের ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ম্যাচে ম্যান ইউ ৩-২ হারিয়েছে লিভারপুলকে। নিশ্চিত করেছে পরের মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলাও।এ দিন হাসিমুখেই গাড়ি থেকে নেমে স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল ফার্গুসনকে। ম্যান ইউ সমর্থক তথা ভারতীয় চিকিৎসক অসীম মলহোত্রের সঙ্গে ছবিও তোলেন। নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসার কিছু ক্ষণ পরেই শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে। বক্সেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এর পর চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ঠিক কী হয়েছে ফার্গুসনের তা এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে পরিস্থিতি গুরুতর নয়। সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে খবর।মাঠে না থাকায় একটি সুন্দর ম্যাচ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ফার্গুসন। চিরশত্রু লিভারপুলকে ১০ বছর পর লিগের দু'টি ম্যাচেই হারাল ম্যান ইউ। পরের মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও খেলবে।চার মিনিটেই ম্যান ইউকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ম্যাথেউস কুনহা। ব্রায়ান এমবিউমোর কর্নার ক্লিয়ার করতে গিয়ে অ্যান্ডি রবার্টসন বল তুলে দেন কুনহার পায়ে। প্রথম শটেই গোল করেন কুনহা। ১৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোল বেঞ্জামিন সেসকোর। প্রতিআক্রমণে এমবিউমোর থেকে বল পান ব্রুনো ফের্নান্দেস। তার থেকে বল পেয়ে গোল করেন সেসকো।দ্বিতীয়ার্ধে ম্যান ইউয়ের দু'টি ভুলে সমতা ফেরায় লিভারপুল। প্রথম আমাদ দিয়ালোর ভুল পাস পেয়ে মাঝমাঠ থেকে একাই বল টেনে নিয়ে গিয়ে গোল করেন ডোমিনিক সোবোজলাই। দ্বিতীয়টি হয় ম্যান ইউ গোলকিপার সেনে ল্যামেন্সের ভুলে। তিনি বল সোজা পাস দেন আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারকে। সেখান থেকে সোবোজলাই হয়ে বল যায় কোডি গাকপোর কাছে। তিনি গোল করেন। ম্যান ইউ হাল ছাড়েনি। বাঁ দিক থেকে লুক শয়ের ক্রস আমাদ মাটিতে নামিয়ে দেন। চলতি বলে নীচু শটে গোল করেন কোবি মাইনু।

# যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ব্রিজভূষণের এলাকায় কুস্তি প্রতিযোগিতা !

কুস্তিগিরদের যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংহ। প্রাক্তন কুস্তিকর্তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিনেশ ফোগাট-সহ ছ'জন কুস্তিগির। সেই ব্রিজভূষণের এলাকা উত্তরপ্রদেশের গোন্ডাতেই আসন্ন জাতীয় ওপেন র্যাঙ্কিং কুস্তি প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে। রবিবার ভিডিয়ো বার্তা করে প্রতিবাদ করলেন বিনেশ। জানালেন, তাঁর কিছু হলে সরকার দায়ী থাকবে। জাতীয় কুস্তি সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, শেষ মুহূর্তে জায়গা পাল্টানো সম্ভব নয়।

১৮ মাস পর কুস্তির ম্যাটে ফিরছেন বিনেশ। তাঁর ধারণা, ম্যাচের ফলাফল বদলে দেওয়া হতে পারে। এমনকি যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় তাঁর উপরেও অবিচার করা হতে পারে। বিনেশ বলেছেন, "যদি আমার, আমার দল বা সমর্থকের উপরে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটে তা হলে ভারত সরকার দায়ী থাকবে। এমন এলাকায় প্রতিযোগিতা হচ্ছে যেখানে ওর (ব্রিজভূষণ) প্রবল প্রতিপত্তি রয়েছে। কে ম্যাচ পরিচালনা করবে, কত পয়েন্ট দেওয়া হবে, কে ম্যাট চেয়ারম্যান হবে সব ওর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।"

যদিও কুস্তি সংস্থা জায়গা পাল্টাতে রাজি নয়। জাতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় সিংহ পিটিআই-কে বলেছেন, "বিনেশ নিরাপত্তা নিয়ে ভীত হলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওকে আশ্বস্ত করছি। আমরা আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার অনুমোদিত রেফারিদের দিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করাব। তাই পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া এটা ওপেন প্রতিযোগিতা। সকলের খেলা বাধ্যতামূলক নয়। বিনেশ খেলবে কি না সেটা ও-ই ঠিক করুক। আমরা জায়গা পাল্টাব না।"

প্রতিযোগিতায় ১৪০০ কুস্তিগির অংশ নেবেন। সেই বিষয়টি উল্লেখ করে সঞ্জয় বলেছেন, "১৪০০ কুস্তিগির যেখানে অংশ নিচ্ছে এবং খেলতে আসার জন্য রওনা দিয়েছে, থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, সেখানে হঠাৎই করে জায়গা এবং সূচি বদলানো কি সম্ভব? কেন বাকি কুস্তিগিরদের অসুবিধায় ফেলব আমরা?"

প্যারিস অলিম্পিক্সের ফাইনালে উঠেও ওজন বেশি হওয়ার কারণে বাদ পড়েছিলেন বিনেশ। তার পর কংগ্রেসের টিকিটে জিতে হরিয়ানার জুলনার বিধায়ক হয়েছেন। সম্প্রতি অনুশীলনে ফিরেছেন। বিনেশ বলেছেন, "আমি আলাদা কোনও পরিষেবা চাই না। আমি চাই ক্রীড়াবিদদের কঠোর পরিশ্রম সঠিক মর্যাদা পাক।"

বিনেশের আশঙ্কা, তাঁকে মানসিক চাপ দেওয়া হতে পারে। তিনি বলেছেন, "অভিযোগ জানানো ছ'জনের মধ্যে আমি একজন। মামলা এখনও আদালতে রয়েছে এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেখানে ওর এলাকায় খেলতে নামা, ওর নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের সামনে থাকা আমার উপরে মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। আমি নিশ্চিত ভাবেই ১০০ শতাংশ দিতে পারব না।"

# বলের লাইনে না পৌঁছেও শরীর ছুড়ে দিয়ে এক হাতে ক্যাচ পাওয়েলের

এ বারের আইপিএলের অন্যতম সেরা ক্যাচ নিলেন রভম্যান পাওয়েল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার বলের লাইন না পৌঁছেও প্রায় উড়ে গিয়ে তালুবন্দি করলেন হাইনরিখ ক্লাসেনের ক্যাচ। তাঁর অবিশ্বাস্য ক্যাচ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফেরাল অজিঙ্ক রাহানেদেরও।

এক হাতে অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরলেন পাওয়েল। হায়দাবাদের ইনিংসের ১১তম ওভারে বোলার ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। তিনি চতুর্থ বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে খাটো লেংথে স্লোয়ার দেন। ক্লাসেন পিছনের পায়ে গিয়ে পুল মারার চেষ্টা করেন। তবে বলের সঙ্গে তাঁর ব্যাটের সংযোগ ঠিক মতো হয়নি। ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে উড়ে যায় বল। বলের গতি পথ লক্ষ্য করে ডান দিকে দৌড়োতে শুরু করেন পাওয়েল। গতি বাড়াতে কিছু দেরি করায় বলের লাইনে সময় মতো পৌঁছোতে পারেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক। তবে হাল ছাড়েননি। মরিয়া হয়ে শূন্যে শরীর ছুড়ে দিয়ে এক হাতে ধরে নেন বল। মাটিতে পড়তে পড়তে বলটি আরও শক্ত করে ধরেন। তা-ও পরিষ্কার দেখা গিয়েছে টেলিভিশনে। মাটিতে পড়ার পরও বল ছিল পাওয়েলের তালুবন্দি। তৃতীয় আম্পায়ার ভাল করে রিপ্লে দেখে ক্লাসেনকে আউট ঘোষণা করেন। পাওয়েলের এই ক্যাচ হায়দরাবাদকে ১ উইকেটে ১০৫ থেকে ৩ উইকেটে ১১৭ করে দেয়। লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনে রাহানেদের। পাওয়েলের দুরন্ত এই ক্যাচের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমেও।

কয়েক দিন আগে পঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারও একটি অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া বল বাউন্ডারির লাইনের বাইরে ঝাঁপিয়ে এক হাতে তালুবন্দি করেন। শরীর মাটিতে পড়ার আগে বলটি ছুড়ে মাঠের ভিতরে সতীর্থকে পাঠিয়ে দেন। হার্দিক পাণ্ড্যকে নিশ্চিত ছয় থেকে বঞ্চিত করে সাজঘরে পাঠিয়ে দেন। মুম্বইয়ের ডাগ আউটের এক দম কাছে শ্রেয়সের ওই ক্যাচ দেখে বাক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব, রোহিত শর্মারা।

কেকেআরের রিঙ্কু সিংহ, গুজরাত টাইটান্সের ধ্রুব জুরেল, জস বাটলার, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের জিতেশ শর্মা, দেবদত্ত পডিক্কল, চেন্নাই সুপার কিংসের ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেরাও এ বার দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন। রবিবার পাওয়েলের নেওয়া ক্যাচ নিশ্চিত ভাবে এ বারের আইপিএলের সেরা ক্যাচের তালিকায় থাকবে।

# ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ! অভিষেকে নজর কেড়েও ছিটকে গেলেন সিএসকের বঙ্গতনয় রামকৃষ্ণ

চলতি আইপিএল মরশুমে চোট-কাঁটা যেন পিছু ছাড়ছে না চেন্নাই সুপার কিংসের। খলিল আহমেদ থেকে আয়ুষ মাত্রে, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার আগেই ছিটকে গিয়েছেন। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে দলে ফিরতে পারেননি মহেন্দ্র সিং ধোনি। ফলে বারবার ধাক্কা খেতে হয়েছে দলকে। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল নতুন নাম। অলরাউন্ডার রামকৃষ্ণ ঘোষ।মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএলে অভিষেকেই নজর কাড়েন মহারাষ্ট্রের এই তরুণ ক্রিকেটার। দুর্দান্ত এক ক্যাচের পাশাপাশি বল হাতেও তুলে নিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদবের উইকেট। মনে করা হচ্ছিল, পরের ম্যাচগুলোতে দলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেন সিএসকের এই বঙ্গতনয়। কিন্তু সেই আশায় জল ঢালল চোট।

চিপকে ওই ম্যাচ চলাকালীন ডান পায়ের হাড় ভেঙে যায় তাঁর। রবিবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে চেন্নাই সুপার কিংস জানিয়ে দেয়, এই মরশুমে আর খেলতে পারবেন না রামকৃষ্ণ ঘোষ। সোশাল মিডিয়ায় এক বিবৃতিতে তারা লেখে, 'মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে ডান পায়ের হাড় ভেঙেছে রামকৃষ্ণ ঘোষের। চলতি আইপিএলে আর অংশ নিতে পারবেন না তিনি। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো র্যাম্বো।' ম্যাচের পর চেন্নাইয়ের হেডকোচ স্টিফেন ফ্লেমিংও জানিয়েছেন, রামকৃষ্ণের চোটে হতাশ গোটা চেন্নাই শিবির। ২০২৫ সালে সিএসকে তাঁকে ৩০ লক্ষ টাকা বেস প্রাইসে দলে নেয়। যদিও প্রথম মরশুমে একটি ম্যাচেও সুযোগ পাননি। তবু ফ্র্যাঞ্চাইজি ভরসা রেখেছিল। এ বছর প্রথম সাত ম্যাচ অপেক্ষার পর অষ্টম ম্যাচে সুযোগ পেয়েই বাজিমাত করেন তিনি। অভিষেক ম্যাচেই প্রথমে ফিল্ডিংয়ে নজর কাড়েন রামকৃষ্ণ। উইল জ্যাকসের শট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে উড়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে অসাধারণ ক্যাচ নেন। পরে নিজের প্রথম আইপিএল উইকেট হিসাবে ফেরান সূর্যকুমারকে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ মহারাষ্ট্র প্রিমিয়ার লিগে ৩৩ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। তাছাড়া বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিপক্ষে ২৭ বলে ৬৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটেই খেলেছেন রামকৃষ্ণ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩ ম্যাচে ২৮ উইকেট, লিস্ট এ ক্রিকেটে ১১ ম্যাচে ২১ উইকেট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে হিমাচলপ্রদেশের বিপক্ষে ৪২ রানে ৭ উইকেট পেয়েছিলেন। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জোরেই আইপিএলের দরজা খুলে গিয়েছিল তাঁর সামনে। কিন্তু সুযোগ পেয়েই চোটের কারণে ছিটকে যেতে হল তাঁকে।

# জয়ের কৃতিত্ব দু'জনকে দিলেন রাহানে

ব্যর্থতা কাটিয়ে টানা তিনটি ম্যাচ জিতে আইপিএলের প্লে-অফে ওঠার দৌড়ে ফিরে এসেছে কেকেআর। রবিবার হায়দরাবাদকে হারিয়েছে সাত উইকেটে। বোলিং বিভাগের প্রশংসা করার পাশাপাশি সাফল্যের কৃতিত্ব দু'জনকে দিয়েছেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। দু'জনের কেউই ক্রিকেটার নন। এ দিকে, ম্যাচের সেরা বরুণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তিনি তিন দিনের মধ্যে পুরো ফিট হয়ে যাবেন।

ম্যাচের পর রাহানে বলেন, "বোলিং বিভাগ গত পাঁচ-ছ'টা ম্যাচে ভাল খেলছে। কৃতিত্ব দেব দু'জন বোলিং কোচ ডোয়েন ব্র্যাভো এবং টিম সাউদিকে। অনুশীলনে অনেক কথা বলে বোলারদের সঙ্গে। প্রচুর পরিকল্পনা করে। ভিন্ন মাঠ, ভিন্ন প্রতিপক্ষকে দেখে পরিকল্পনা সাজায়। কৌশল তৈরি করা এবং কাজে লাগানোই আসল ব্যাপার। এ দিক-ও দিক একটু রান হজম করতেই হবে। কিন্তু কৌশল স্পষ্ট থাকা দরকার।"

হায়দরাবাদ যে এত কম রান তুলবে ভাবতে পারেননি রাহানে। তাই সাত উইকেটে জয় তাঁর কাছে তৃপ্তির। বলেছেন, "বোলিংয়ের সময় দারুণ প্রত্যাবর্তন করেছি। মনে হচ্ছিল ওরা ১৯০-২০০ রান তুলবে। ব্যাটিংয়ের পক্ষে পিচ খুব ভাল ছিল। তবু ১৯০-২০০ তুললে রান তাড়া করা কঠিন হয়। স্পিনারেরা খুব ভাল বল করেছে। নিয়মিত উইকেট নিয়েছে। ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই ম্যাচ জেতায়।"এ দিন শুরুতে রান হজম করেছিলেন বরুণ। দুর্দান্ত ভাবে ফিরে এসে তিনটি উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে রাহানের মতে, "প্রতিযোগিতার আগে এবং খেলতে নেমে সাফল্য পায়নি প্রথম দু'-একটা ম্যাচে। যে ভাবে ফিরে এসেছে তা অসাধারণ।

জাগরণ 5 May, 2026, Tuesday আগরতলা ৫ মে, ২০২৬ ইং, ■ ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023


# বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির জয়ে উচ্ছ্বসিত ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব



আগরতলা, ৪ মে: পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বিজেপি শিবিরে। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পন্ডিচেরি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়কে সামনে রেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য , মেয়র দীপক মজুমদার, প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, মন্ত্রী টিংকু রায় এবং সদর শহর জেলা বিজেপির সভাপতি অসিম ভট্টাচার্য। প্রত্যেকেই বিজেপির এই রেকর্ড ফলাফলে উচ্ছ্বসিত।

এক প্রতিক্রিয়ায় রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিজেপির উন্নয়নমুখী রাজনীতির উপর আস্থা রেখেছেন। তিনি ধর্মনগর উপনির্বাচন সহ পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পন্ডিচেরিতে বিজেপির জয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের অভিনন্দন জানান।

তিনি আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'বিকাশ সংকল্প পত্র'-কে সামনে রেখে যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাতে সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের সেই আস্থা ও সমর্থনেরই প্রতিফলন দেখা গেছে নির্বাচনের ফলাফলে। বিজেপির এই জয়কে তিনি "দেশের জনগণের জয়" বলেও অভিহিত করেন।

অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, দেশের মানুষ উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, সেই ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন জানিয়েছেন ভোটাররা।

মন্ত্রী টিংকু রায়ও নির্বাচনী ফলাফলকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করে বলেন, বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা দিন দিন আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে বিজেপি সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও সদর শহর জেলা বিজেপির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য বলেন, এই জয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক সাফল্য নয়, এটি দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন। সব মিলিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির সাফল্যকে ঘিরে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রচারে একাধিকবার গিয়েছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলে আনন্দে মেতে উঠলেন তিনিও। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জয় প্রত্যাশিতই ছিল। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সেই রাজ্যের গণতন্ত্র জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। অপশাসন ও স্বজন পোষণ চরম আকার ধারণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অপশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য বিজেপি জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশকে যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন সেই সফল করার লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জনগণও অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন বলে পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গণতন্ত্র প্রিয় জনগণকে তিনি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে স্বজন প্রসন নীতির কারণে রাজ্যের আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

## কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ভেঙে চুরমার বসতঘর, বিপাকে পরিবার

আগরতলা, ৪ মে: প্রবল কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক দরিদ্র পরিবারের স্বপ্নের বসতঘর। ঘটনাটি ঘটেছে সাব্রুমের হার্বাতলী ভিলেজের ২ নং ওয়ার্ডে। ঝড়ের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে পড়ে রবীন ত্রিপুরার কাঁচা বাড়ি। বর্তমানে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিনের ঝড়-বৃষ্টিতে এলাকাজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন দিনমজুর রবীন ত্রিপুরার পরিবার। কালবৈশাখীর প্রবল দমকা হাওয়ায় বাড়ির টিনের ছাউনি উড়ে যায় এবং বাঁশের কাঠামো ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভেতরেই ছিলেন। প্রাণে বেঁচে গেলেও এখন খোলা আকাশের নিচেই দিন কাটছে তাদের। বৃষ্টির আতঙ্কে রাত কাটছে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। ছোট দুই সন্তানকে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন রবীন ত্রিপুরা ও তাঁর স্ত্রী।

রবীন ত্রিপুরা জানান, বহু কষ্ট করে সামান্য উপার্জনের টাকায় এই ঘর তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এক রাতের ঝড়েই সব শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় পরিবার নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন তিনি। সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন অসহায় এই পরিবারটি।

এদিকে ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসীর মধ্যে সহানুভূতির সুর দেখা যায়। স্থানীয়রা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির জন্য জরুরি ত্রাণ এবং ঘর নির্মাণে সহায়তার দাবি জানিয়েছেন।

## পরাজয়ের পরও আত্মবিশ্বাস অটুট সিপিআইএম প্রার্থী অমিতাভ দত্তের

আগরতলা, ৪ মে : ধর্মনগর উপনির্বাচনে পরাজিত হলেও আত্মবিশ্বাস হারাননি বলে জানালেন সিপিআইএম প্রার্থী অমিতাভ দত্ত। ফলাফল প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা এই লড়াইয়ে ছিলাম, এখনও আছি এবং আগামী দিনেও মানুষের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাব।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে জয় পরাজয় রয়েছে। এই ফলাফলকে সম্মান জানিয়েও সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়ে আগামী দিনে আরও বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

অমিতাভ দত্তের দাবি, এই নির্বাচনে তাদের প্রাপ্ত সমর্থন ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে এবং সেই শক্তিকেই ভিত্তি করে এগিয়ে যাবে দল।

# বৌভাতের দিনেই বাড়িতে এল নববধূর মৃতদেহ, শোকস্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ মে: এক আনন্দঘন বিয়ের অনুষ্ঠান মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হলো শোকের আবহে। বৌভাতের দিনেই বাড়িতে এলো নববধূর মৃতদেহ। হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের পাগলী বাড়ি এলাকাজুড়ে। ঘটনা রবিবার রাতের।

জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা এবং টি এস আর-এ কর্মরত বুদ্ধ দেববর্মা তাঁর একমাত্র ছেলে খাপাং দেববর্মার বিয়ের জন্য প্রায় একশো জন আত্মীয়-স্বজন ও বরযাত্রী নিয়ে চেলিখলা এলাকায় কনের বাড়িতে যান। আনন্দ-উৎসবের মধ্যেই চলছিল বিয়ের সমস্ত আয়োজন। একদিকে বরযাত্রীরা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত, অন্যদিকে চলছিল বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, বিয়ের মণ্ডপে মালাবদলের পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নববধূ আয়ুশী দেববর্মা। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি করে তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোমবার দুপুরে রামনগর পাগলী বাড়িতে বৌভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। গোটা গ্রামের মানুষকে নিমন্ত্রণও করা হয়েছিল। কিন্তু আনন্দের সেই অনুষ্ঠান শোকসভায় পরিণত হয়। নববধূর মৃত্যুর খবরে গোটা এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কী কারণে নববধূর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, আকস্মিক শারীরিক অসুস্থতার কারণেই এই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

## দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ পিতরাইপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসী

আগরতলা, ৪ মে: জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের পিতরাইপাড়ায় সরকারি অর্থ ব্যয়ে নির্মিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিতরাইপাড়ায় একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। অভিযোগ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য যিনি জমি প্রদান করেছিলেন, তাঁকে বা তাঁর পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। জমির মালিকের দাবি, সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তিনি জমি প্রদান করেন।

কিন্তু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের পরও প্রতিশ্রুতিমতো চাকরি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন জমির মালিক। পরে স্থানীয় মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করা হয়।

যদিও কয়েক মাস সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলার পর ফের নতুন করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। জমির মালিক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে দেওয়া হবে না।

অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করা হোক। কারণ সামান্য অসুস্থ হলেও চিকিৎসার জন্য এলাকাবাসীকে দূরবর্তী স্থানে যেতে হচ্ছে। এতে বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু ও সাধারণ রোগীদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। ফলে একাধিক মৌলিক সমস্যা নিয়ে দুর্ভোগে দিন কাটাতে হচ্ছে পিতরাইপাড়ার বাসিন্দাদের। এখন দেখার বিষয়, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পুনরায় চালু করতে প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্যা কত দ্রুত সমাধান হয়।

## ভোটের ফলে বদলের বার্তা, গেরুয়া শিবিরে উৎসবের আমেজ তেলিয়ামুড়ায়

তেলিয়ামুড়া, ৪ এপ্রিল: সোমবার ফলাফল ঘোষণার দিনটা যেন শুধুই সংখ্যার খেলা নয়, ছিল রাজনৈতিক বারুদের গন্ধে ভরা এক উত্তপ্ত দিন। সকাল গড়াতেই দেশের একাধিক রাজ্যে গণনার ট্রেন্ড স্পষ্ট হতে শুরু করে, আর তার সঙ্গেই রাজনৈতিক মঞ্চে শুরু হয় উচ্ছ্বাস, উৎকণ্ঠা আর কটাক্ষের পাল্টাপাল্টি লড়াই।

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এদিনের ফলাফল যেন এক অন্য গল্প লিখল। বহুদিনের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটা শুধুই ফলাফল নয়এ যেন রাজ্যের রাজনীতির মেরুদণ্ডে ধাক্কা দেওয়া এক বড় সংকেত।

এই জয়ের রেশ গিয়ে পড়ে ত্রিপুরার ২৮ তেলিয়ামুড়া মণ্ডলেও। সেখানে যেন ছোটখাটো 'গেরুয়া কার্নিভাল'! বাজির শব্দে মুখরিত মণ্ডল কার্যালয়, গেরুয়া আবিরে রঙিন কর্মী-সমর্থকরা, আর হাতে ঝালমুড়িসব মিলিয়ে এক অন্যরকম রাজনৈতিক উল্লাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই বিখ্যাত মন্তব্য"ঝালমুড়ি আমি খেলাম, ঝাল লাগলো তৃণমূলের"এদিন যেন বাস্তবের মাটিতেই প্রতিধ্বনি তুলল। কর্মীরা সেই বক্তব্য"কে হাতিয়ার করেই ঝালমুড়ি খেতে খেতে উদযাপনে মাতলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সরাসরি আক্রমণ শানান তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়, "দীর্ঘদিনের ক্ষোভ আজ বিস্ফোরিত হয়েছে ব্যালট বাক্সে।

মানুষ পরিবর্তন চাইছিল, আর সেই বার্তাই আজ স্পষ্ট।" পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর নেতৃত্বের প্রশংসা করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়"কে কটাক্ষ করতে একটুও পিছপা হননি।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আসামেও বিজেপির সাফল্যকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই ফলাফল দেশের রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের সূচনা করতে পারে। সব মিলিয়ে, আজকের দিনটা যেন স্পষ্ট করে দিলরাজনীতির ময়দানে 'ঝাল' বাড়ছে, আর সেই ঝালেই অনেক পুরনো সমীকরণ গলতে শুরু করেছে!

## এক সপ্তাহ ধরে অন্ধকারে বাইল্যামুড়া, বিদ্যুৎহীন অবস্থায় চরম দুর্ভোগে এলাকাবাসী

আগরতলা, ৪ মে: জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া ভিলেজের বাইল্যামুড়া এলাকায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ সাতদিন ধরে বিদ্যুতের দেখা না মেলায় কার্যত অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান করা হয়নি। উল্টে দপ্তরের কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব একে অপরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, কবে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন স্থানীয়রা।

বিদ্যুৎ না থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন পড়ুয়া, বয়স্ক ও শিশুদের পরিবারগুলি। সন্ধ্যা নামলেই গোটা এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মোবাইল চার্জ থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার সবকিছুই কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এছাড়াও প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুৎ না থাকায় দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, এত দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার পরেও প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনো তৎপরতা চোখে পড়ছে না। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার, প্রশাসন কবে সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফল: মেলাঘরে বিজেপি কর্মীদের আনন্দ উচ্ছ্বাস

আগরতলা, ৪ মে : পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেশজুড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের আবহ তৈরি হয়েছে। পাঁচটির মধ্যে তিনটি রাজ্যে দলের জয় কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে চ্যালেঞ্জ জয় করাকে বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে দল। এই জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিতে সোমবার মেলাঘর বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, আতশবাজি ফাটিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেও জয় উদযাপন করা হয় ।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ অংশের বিজেপির সভাপতি উত্তম দাস, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি শুপাঙ্ক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক।

## অসমে বিজেপির জয়, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৪ মে : অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, অসমের মানুষ আবারও উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং সুশাসনের পক্ষে তাদের আস্থা ব্যক্ত করেছেন, যা একটি উন্নত ভারতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর দিকনির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়াও বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথাও তুলে ধরেন। তাছাড়া, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র গতিশীল নেতৃত্ব এবং বিজেপি আসাম প্রদেশ সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া-এর ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

## সোনামুড়ার চন্দনমুড়ায় নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে মৃতার বাড়িতে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ মে: সোনামুড়ার চন্দনমুড়া এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার খোঁজখবর নিতে মৃত কিশোরীর বাড়িতে যান ত্রিপুরা কমিশন অফ প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস -এর চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা সহ একটি প্রতিনিধি দল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন চাইল্ড লাইনের সিপাহীজলা জেলার প্রতিনিধিরাও।

প্রথমে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা চন্দনমুড়া এলাকায় মৃত কিশোরীর বাড়িতে যান এবং পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তারা ওই কিশোরী যে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত, সেখানে গিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

## নির্বাচনী ফল ঘোষণার পর সোনামুড়া ও কমলপুরে সিপিআই(এম) কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ও ধর্মনগর উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার বিকেলে সোনামুড়া ও কমলপুরে সিপিআই(এম)-এর দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, পুদুচেরি এবং ত্রিপুরার ধর্মনগর উপনির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের পর সোনামুড়ায় বিজেপির উদ্যোগে একটি বিজয় মিছিল বের করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

সিপিআইএম-এর অভিযোগ, বিজয় মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করার পর সোনামুড়াস্থিত তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এরপর একদল দুষ্কৃতী কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে দলীয় পতাকা ও বিভিন্ন প্রচারসামগ্রী ছিঁড়ে ফেলে এবং ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়।

একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে কমলপুর থেকেও। সেখানে বিজেপির বিজয় মিছিল চলাকালীন সিপিআইএম-এর দলীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে বাজি ও পটকা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি কার্যালয়ের ভিতরেও পটকা নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি বাম শিবিরের।

ঘটনার পর সিপিআইএম নেতৃত্ব অভিযোগ করে জানায়, পাহাড়ে তিপ্রামথার রাজনৈতিক প্রভাবের সামনে বিজেপি দুর্বল হলেও সমতলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিরোধী দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তারা এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের পক্ষে অশনি সংকেত বলেও উল্লেখ করেছে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে, হামলা ও উত্তেজনার একাধিক ঘটনা ঘটলেও পুলিশকে সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।

## প্রবল বর্ষণে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কে উপড়ে পড়ল বিশাল গাছ, ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাহত যান চলাচল

আগরতলা, ৪ মে: প্রবল বর্ষণের জেরে সোমবার সকালে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কের উপর উপড়ে পড়ে একটি বিশাল গাছ। ফলে কয়েক ঘন্টার জন্য ব্যাহত হয় যান চলাচল। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকলেও মহকুমা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যানচালক ও সাধারণ মানুষ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার গভীর রাত থেকে টানা প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় গন্ডাছড়া মহকুমাজুড়ে। সারারাতের বৃষ্টিতে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কের বিভিন্ন অংশে গাছপালা ভেঙে পড়ে এবং একাধিক জায়গায় বিদ্যুতের তারও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

সোমবার সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ গন্ডাছড়া মহকুমার বঙ্করঘাট নতুন পাকা সেতুর অপর প্রান্তে ধলাঝাড়ি এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা একটি বিশাল গাছ মাটি উপড়ে সড়কের উপর আছড়ে পড়ে। এর ফলে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছোট যানবাহন কোনওক্রমে চলাচল করতে পারলেও বাস, ট্রাক ও অন্যান্য ভারী যানবাহনের চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে ঘন্টার পর ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকলেও প্রথমদিকে মহকুমা প্রশাসনের কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। প্রশাসনের এমন ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন যানচালক ও পথচারীরা। তাঁদের অভিযোগ, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এত দীর্ঘ সময় যান চলাচল ব্যাহত হতো না। পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনকে বিষয়টি জানালে নড়েচড়ে বসে মহকুমা প্রশাসন। পরে শ্রমিক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এনে গাছটি কেটে সরানো হয়। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

## ধর্মনগরে জয়ী বিজেপি, ভোটারদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ মে : ধর্মনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর বিপুল জয়ের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ধর্মনগরবাসীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মনগরের জনগণ যে আস্থা ও সমর্থন বিজেপির ওপর রেখেছেন, তার জন্য তিনি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি উল্লেখ করেন, এই বিপুল জনসমর্থন সরকারকে আরও দায়বদ্ধ করে তুলেছে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার প্রেরণা জোগাবে। ডাঃ সাহা আরও জানান, ধর্মনগরের সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি ও অগ্রগতিকে সামনে রেখে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের এই যাত্রা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

# ধর্মনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় স্বীকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ মে: ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় স্বীকার করে নিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। সোমবার ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিজেপির জয় অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল এবং এই ফলাফল ২০২৩ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই প্রতিফলন।

তিনি বলেন, "মানুষ বুঝতে পেরেছিল বিরোধী ভোট বিভাজনের কারণে বিজেপি বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। সেই কারণেই ভোটাররা কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। ফলে ধর্মনগর উপনির্বাচনের ফলাফলে সেই চিত্রই আবারও সামনে এসেছে।" ধর্মনগরে যথেষ্ট বিরোধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি বলেও স্বীকার করেন তিনি। একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আশীষ কুমার সাহা বলেন, গত আট বছর ধরে রাজ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও অর্থের প্রভাব ব্যবহার করে রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি। ধর্মনগর উপনির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বলে দাবি করেন তিনি।

তবে পরাজয়ের মধ্যেও কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিকটি তুলে ধরেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, ২০১৮ সালের নির্বাচনে ধর্মনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রায় ৮০০ ভোট পেয়েছিল, সেখানে এবারের উপনির্বাচনে দল প্রায় ছয় হাজার ভোট অর্জন করেছে। এটিকে তিনি কংগ্রেসের সাংগঠনিক অগ্রগতির ইঙ্গিত হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, "যারা দাবি করছিল কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট নেই, তারা এবারের নির্বাচনে দেখেছে প্রতিটি বুথে কংগ্রেস পোলিং এজেন্ট দিতে সক্ষম হয়েছে। এটা দলের শক্তি বৃদ্ধিরই প্রমাণ।"

অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল প্রসঙ্গে আশীষ কুমার সাহা বলেন, কেরলে কংগ্রেস সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে। তবে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে না পারার পিছনে বিভাজনের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে তাঁর দাবি। তিনি অভিযোগ করেন, এই ধরনের রাজনীতি ভোটারদের প্রভাবিত করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে গণনার দিন বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনাও ঘটেছে।

সব মিলিয়ে ধর্মনগর উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আত্মসমালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার বার্তাও দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
05-05-2026, 01:37